ত্রয়োদশ অধ্যায়

দারিদ্র বিমোচন

সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারনে দারিদ্র পরিস্থিতি মোকাবেলা করা একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। ইতোমধ্যে সরকার পাঁচটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং একটি দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছে। এ সব পরিকল্পনার মূল লক্ষ্যই ছিল অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন। এ'যাবত বাস্তবায়িত উন্নয়ন কার্যক্রমের ফলে বাংলাদেশের আয়-দারিদ্র এবং মানব-দারিদ্র হ্রাস পেয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি খাতে উন্নয়নের মাধ্যমে মানব-দারিদ্র নিরসনে বাংলাদেশ যে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে, তা সকল মহলে সমাদৃত হয়েছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে বেশ কিছু সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে করতে সক্ষম হয়েছে। দারিদ্র নিরসন, সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার, শিক্ষার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণ, শিশু ও সদ্যজাত শিশুমৃত্যু হার হ্রাসকরণ, নিরাপদ খাবার পানির সরবরাহ এবং এইচআইভি/এইডস, ম্যালেরিয়া ও যক্ষা প্রতিরোধ সংক্রান্ত লক্ষ্যসমূহ অর্জনে বাংলাদেশ প্রভূত সাফল্য লাভ করেছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহের অন্যান্য লক্ষ্যগুলো ২০১৫ সালের মধ্যে অর্জনের জন্যও বাংলাদেশ ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আশা করা যায়, ২০০৮-২০১১ সময়কালে দ্বিতীয় পিআরএসপি-র বাস্তবায়নকালে বাংলাদেশের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ অর্জন আরও বেগবান হবে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো পরিচালিত খানা আয় ও ব্যয় জরিপ অনুযায়ী, ১৯৯১/৯২ সাল থেকে ২০০০ সালের মধ্যে (CBN উচ্চ দারিদ্র রেখা দ্বারা পরিমাপকৃত) আয় দারিদ্রের হার ৫৮.৮ শতাংশ থেকে ৪৯.৮ শতাংশে এবং ২০০০ সাল থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে ৪৯.৮ শতাংশ থেকে ৪০.০ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া, ২০০০ সাল থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত নগর ও পল্লী উভয় এলাকায় দারিদ্রের গভীরতা (দারিদ্র ব্যবধান দ্বারা পরিমাপিত) ও তীব্রতা (দারিদ্র ব্যবধানের বর্গ দ্বারা পরিমাপিত) প্রায় সমভাবে হ্রাস পেয়েছে । পরিকল্পনা কমিশনের সম্প্রতি (ডিসেম্বর ০৭ 'এ) প্রকাশিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা সংশ্লিষ্ট মধ্যবর্তী অগ্রগতি প্রতিবেদনে বাংলাদেশ এমডিজিতে নির্ধারিত সময়ের দু'বছর (২০১৩) পূর্বেই দারিদ্র নিরসনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করবে বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এমডিজি অনুযায়ী বাংলাদেশকে বার্ষিক গড়ে ১.২৩ শতকরা হারে দারিদ্র নিরসন করতে হবে। জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ অর্জনের নিমিত্তে দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনায় দারিদ্র বিমোচনকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করে সরকার দারিদ্র নিরসন কৌশলপত্র প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে। দারিদ্র নিরসনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের যৌথ উদ্যোগ, বিশেষত এনজিওদের তৎপরতায় প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানকে সরকার মৌল কৌশল হিসেবে গ্রহণ করেছে।

দারিদ্র নিরসন কৌশলপত্র

বাংলাদেশের প্রথম দারিদ্র নিরসন কৌশলপত্র বা পিআরএসপি-র বাস্তবায়নকাল ছিল জুলাই ২০০৪ থেকে জুন ২০০৭। সহস্রাব্দ উন্নয়নের লক্ষ্যসমূহসহ বাংলাদেশের অন্যান্য উন্নয়ন লক্ষ্য ২০১৫ সালের মধ্যে বাস্তবায়নের জন্য প্রথম পিআরএসপি প্রণয়ন করা হয়। প্রথম পিআরএসপি-র অনেক উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে অথবা অর্জনের অপেক্ষায় রয়েছে। প্রথম পিআরএসপি বাস্তবায়ন পর্যালোচনার আলোকে এর মেয়াদকাল জুলাই ২০০৭ থেকে জুন ২০০৮ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। জুন ২০০৮ এ বর্ধিত পিআরএসপি-র মেয়াদও উত্তীর্ণ হয়ে যাবে বিধায় বাংলাদেশ সরকার দ্বিতীয় পিআরএসপি প্রণয়নের কাজ হাতে নিয়েছে । বর্তমানে দ্বিতীয় পিআরএসপি প্রণয়নের কাজ চলছে। উল্লেখ্য দ্বিতীয় পিআরএসপি প্রণয়নে MDG-র লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, আঞ্চলিক দারিদ্র বৈষম্য নিরসন, জেন্ডার বৈষম্য নিরসন এবং সামাজিক নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে ।

বাংলাদেশে দারিদ্র পরিমাপ পদ্ধতি

বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ১৯৭৩-৭৪ অর্থবছরে খানা ব্যয় জরিপ (Household Expenditure Survey - HES) পরিচালিত হয়। পরবর্তীকালে আরো কয়েকটি জরিপ পরিচালনা করা হয়। সর্বশেষ খানা আয়-ব্যয় জরিপ চালানো হয় ২০০৫ সালে। উল্লেখ্য, ২০০০ সালের পূর্বে খানা জরিপে শুধু ব্যয় সংক্রান্ত উপাত্ত সংগ্রহ করা হত। ১৯৯১-৯২ পর্যন্ত পরিচালিত খানা ব্যয় জরিপে দেশের দারিদ্র পরিমাপের জন্য খাদ্য-শক্তি গ্রহণ (Food Energy Intake - FEI) এবং প্রত্যক্ষ ক্যালরী গ্রহণ (Direct Calorie Intake - DCI) পদ্ধতি অনুসরণ করা হত। দারিদ্র পরিমাপে জনপ্রতি প্রতিদিন ২১২২ কিলো ক্যালরীর নীচে খাদ্য গ্রহণকে অনপেক্ষ দারিদ্র (Absolute Poverty) এবং ১৮০৫ কিলো ক্যালরীর নীচে খাদ্য গ্রহণকে চরম দারিদ্র (Hard-core Poverty) হিসেবে গণ্য করা হয়। প্রথমবারের মত ১৯৯৫-৯৬ সালে পরিচালিত খানা জরিপে মৌলিক চাহিদা ব্যয় (Cost of Basic Needs - CBN) পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। অনুরূপভাবে, ২০০০ ও ২০০৫ সালের জরিপে একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। এ পদ্ধতিতে দারিদ্রসীমা পরিমাপে খাদ্য-বহির্ভূত (Non-food) ভোগ্য পণ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ অধ্যায়ে মূলতঃ বিবিএস পরিচালিত খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০০৫ এর তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

দারিদ্রের গতিধারা

১৯৯১-৯২ সাল থেকে ২০০০ সালের মধ্যে (CBN উচ্চ দরিদ্র রেখা দ্বারা পরিমাপকৃত) আয় দারিদ্রের হার ৫৮.৮ শতাংশ থেকে ৪৮.৯ শতাংশে নেমে আসে (সারণি ১৩.১)। এ হ্রাসের যৌগিক হার বার্ষিক ১.৮ শতাংশ। তবে দারিদ্রের হার শহর এলাকায় অধিক হ্রাস পেয়েছে (বার্ষিক ২.২% হারে)। অপরদিকে ২০০০ সাল থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে আয় দারিদ্রের হার ৪৮.৯ শতাংশ থেকে ৪০.০ শতাংশে নেমে এসেছে এবং এ হ্রাসের যৌগিক হার বার্ষিক ৩.৯ শতাংশ । এ'সময়কালেও দারিদ্রের হার শহর এলাকায় অধিক হ্রাস পেয়েছে (বার্ষিক ৪.২% হারে)।

২০০০ সাল থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত নগর ও পল্লী উভয় এলাকায় দারিদ্রের গভীরতা (দারিদ্র ব্যবধান দ্বারা পরিমাপিত) ও তীব্রতা (দারিদ্র ব্যবধানের বর্গ দ্বারা পরিমাপিত) প্রায় সমভাবে হ্রাস পেয়েছে । উল্লেখ্য, ১৯৯১-৯২ সাল থেকে ২০০০ সালের মধ্যে পল্লী এলাকায় আয় দারিদ্রের গভীরতা ও তীব্রতা হ্রাসের হার শহর এলাকার চেয়ে অধিক ছিল।

সারণি ১৩ .১: সাম্প্রতিক সময়ে আয় দারিদ্রের গতিধারা

	২০০৫	২০০০	বার্ষিক পরিবর্তন (%) (২০০০-২০০৫)	১৯৯১-৯২	বার্ষিক পরিবর্তন (%) (১৯৯১-৯২ থেকে ২০০০)
মাথা-গণনা সূচক					
জাতীয়	৪০.০	৪৮.৯	-৩.৯	৫৮.৮	-১.৮
শহর	২৮.৪	৩৫.২	-৪.২	৪৪.৯	-২.২
পল্লী	৪৩.৮	৫২.৩	-৩.৫	৬১.২	-১.৬
দারিদ্র ব্যবধান					
জাতীয়	৯.০	১২.৮	-৬.৮০	১৭.২	-২.৯
শহর	৬.৫	৯.১	-৬.৫১	১২.০	-২.৫
পল্লী	৯.৮	১৩.৭	-৬.৪৮	১৮.১	-২.৮
দারিদ্র ব্যবধানের বর্গ					
জাতীয়	২.৯	৪.৬	-৮.৮১	৬.৮	-৩.৮
শহর	২.১	৩.৩	-৮.৬৪	৪.৪	-২.৭
পল্লী	৩.১	৪.৯	-৮.৭৫	৭.২	-৩.৮

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০০৫

প্রত্যক্ষ ক্যালরি গ্রহণ (DCI) পদ্ধতিতে বাংলাদেশে দারিদ্র প্রবণতা

মাথা -গণনা অনুপাতে প্রত্যক্ষ ক্যালরি গ্রহণ (DCI) পদ্ধতিতে বাংলাদেশে দারিদ্র প্রবণতা সারণি ১৩.২-এ উপস্থাপন করা হল:

সারণি ১৩.২ ঃ মাথা-গণনা অনুপাতে প্রত্যক্ষ ক্যালরি গ্রহণ (DCI) পদ্ধতিতে বাংলাদেশে দারিদ্র প্রবণতা

জরিপ বছর	দারিদ্র সীমার নীচে অবস্থানকারী জনগণ					
	জাতীয়		পল্লী		শহর	
	জনগণ (মিলিয়ন)	জনগণ (%)	জনগণ (মিলিয়ন)	জনগণ (%)	জনগণ (মিলিয়ন)	জনগণ (%)
দারিদ্র রেখা-১: অনপেক্ষ দারিদ্র <= দৈনিক মাথাপিছু ২১২২ কিলো ক্যালরি খাদ্য গ্রহণ পরিমাপে						
২০০৫	৫৬.০	৪০.৪	৪১.২	৩৯.৫	১৪.৮	৪৩.২
২০০০	৫৫.৮	৪৪.৩	৪২.৬	৪২.৩	১৩.২	৫২.৫
১৯৯৫-৯৬	৫৫.৩	৪৭.৫	৪৫.৭	৪৭.১	৯.৬	৪৯.৭
১৯৯১-৯২	৫১.৬	৪৭.৫	৪৪.৮	৪৭.৬	৬.৮	৪৬.৭
দারিদ্র রেখা-২: চরম দারিদ্র <= দৈনিক মাথাপিছু ১৮০৫ কিলো ক্যালরি খাদ্য গ্রহণ পরিমাপে						
২০০৫	২৭.০	১৯.৫	১৮.৭	১৭.৯	৮.৩	২৪.৪
২০০০	২৪.৯	২০.০	১৮.৮	১৮.৭	৬.০	২৫.০
১৯৯৫-৯৬	২৯.১	২৫.১	২৩.৯	২৪.৬	৫.২	২৭.৩
১৯৯১-৯২	৩০.৪	২৮.০	২৬.৬	২৮.৩	৩.৮	২৬.৩

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০০৫

মাথা-গণনা অনুপাতে ২০০৫ সালে প্রত্যক্ষ ক্যালরি গ্রহণ (DCI) পদ্ধতিতে জাতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশে অনপেক্ষ দারিদ্র ছিল ৪০.৪ শতাংশ, পল্লী অঞ্চলে তা ছিল ৩৯.৫ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ৪৩.২ শতাংশ। এ পদ্ধতিতে ২০০০ থেকে ২০০৫ সালে অনপেক্ষ দারিদ্র ৪.১ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। ২০০০ সালে দারিদ্র সীমার নীচে অবস্থানকারী জনগণের সংখ্যা ছিল ৫৫.৮ মিলিয়ন যা ২০০৫ এ বৃদ্ধি পেয়ে ৫৬.০ মিলিয়নে দাঁড়িয়েছে। দরিদ্র জনসংখ্যা ২ মিলিয়ন বৃদ্ধি পেলেও তা পূর্বের তুলনায় হ্রাসকৃত হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

মাথা-গণনা অনুপাতে ২০০৫ সালে প্রত্যক্ষ ক্যালরি গ্রহণ (DCI) পদ্ধতিতে জাতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশে চরম দারিদ্র ছিল ১৯.৫ শতাংশ, পল্লী অঞ্চলে তা ছিল ১৭.৯ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ২৪.৪ শতাংশ। এ পদ্ধতিতে জাতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশে চরম দারিদ্র ০.৫ শতাংশ, পল্লী অঞ্চলে ০.৮ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ০.৬ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। । ২০০০ থেকে ২০০৫ সালে চরম দারিদ্র ২০.০ শতাংশ থেকে ১৯.৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। অনপেক্ষ দারিদ্র এর মত চরম দারিদ্রে অবস্থানকারী জনগণের সংখ্যা ২০০০ সালের তুলনায় ২০০৫ এ বৃদ্ধি পেয়েছে, তবে তা ১৯৯১-৯২ এর তুলনায় হ্রাস পেয়েছে।

মাথা -গণনা অনুপাতে মৌলিক চাহিদা ব্যয় পদ্ধতি অনুযায়ী বিভাগওয়ারী দারিদ্র প্রবনতা

মৌলিক চাহিদার ব্যয় পদ্ধতি ব্যবহার করে বিভাগওয়ারী দারিদ্রের হার সারণি ১৩.৩-এ উপস্থাপন করা হল:

সারণি ১৩.৩ ঃ মৌলিক চাহিদার ব্যয় অনুসারে বিভাগওয়ারী দারিদ্রের হার (মাথা-গণনা অনুপাত)

জাতীয়/বিভাগ	২০০৫			২০০০		
	নিম্ন দারিদ্র রেখা ব্যবহার করে					
	জাতীয়	পল্লী	শহর	জাতীয়	পল্লী	শহর
জাতীয়	**২৫.১**	**২৮.৬**	**১৪.৬**	**৩৪.৩**	**৩৭.৯**	**২০.০**
বরিশাল	৩৫.৬	৩৭.২	২৬.৪	৩৪.৭	৩৫.৯	২১.৭
চট্টগ্রাম	১৬.১	১৮.৭	৮.১	২৭.৫	৩০.১	১৭.১
ঢাকা	১৯.৯	২৬.১	৯.৬	৩৪.৫	৪৩.৬	১৫.৮
খুলনা	৩১.৬	৩২.৭	২৭.৮	৩২.৩	৩৪.০	২৩.০
রাজশাহী	৩৪.৫	৩৫.৬	২৮.৪	৪২.৭	৪৩.৯	৩৪.৫
সিলেট	২০.৮	২২.৩	১১.০	২৬.৭	২৬.১	৩৫.২
	উচ্চ দারিদ্র রেখা ব্যবহার করে					
জাতীয়	**৪০.০**	**৪৩.৮**	**২৮.৪**	**৪৮.৯**	**৫২.৩**	**৩৫.২**
বরিশাল	৫২.০	৫৪.১	৪০.৪	৫৩.১	৫৫.১	৩২.০
চট্টগ্রাম	৩৪.০	৩৬.০	২৭.৮	৪৫.৭	৪৬.৩	৪৪.২
ঢাকা	৩২.০	৩৯.০	২০.২	৪৬.৭	৫৫.৯	২৮.২
খুলনা	৪৫.৭	৪৬.৫	৪৩.২	৪৫.১	৪৬.৪	৩৮.৫
রাজশাহী	৫১.২	৫২.৩	৪৫.২	৫৬.৭	৫৮.৫	৪৪.৫
সিলেট	৩৩.৮	৩৬.১	১৮.৬	৪২.৪	৪১.৯	৪৯.৬

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০০৫

এখানে দু'ধরণের গণনা হার উল্লেখ করা হয়েছে; একটি হচ্ছে নিম্ন দারিদ্র রেখার জন্য এবং অপরটি হচ্ছে উচ্চ দারিদ্র রেখার জন্য। জাতীয় পর্যায়ে নিম্ন দারিদ্র রেখা ব্যবহার করে যেখানে দেশের দারিদ্রের সংখ্যা হল ২৫.১ শতাংশ, সেখানে উচ্চ দারিদ্র রেখা ব্যবহার করে তা দাঁড়ায় ৪০.০ শতাংশে। এ পদ্ধতি অনুযায়ী লক্ষ্য করা যায় যে, গ্রামাঞ্চলের দারিদ্রের চেয়ে শহরাঞ্চলের দারিদ্র অনেক কম।

ভূমির মালিকানাভিত্তিতে দারিদ্র প্রবণতা

উচ্চ ও নিম্ন দারিদ্র রেখা ব্যবহার করে জমির মালিকানার ভিত্তিতে (সিবিএন পদ্ধতিতে) দারিদ্র প্রবণতা সারণি ১৩.৪ এ দেখানো হল:

সারণি ১৩.৪: জমির মালিকানা ভিত্তিতে দারিদ্র প্রবণতা-২০০৫ (%)

জমির আয়তন (একর)	২০০৫			২০০০		
	নিম্ন দারিদ্র রেখা ব্যবহার করে					
	জাতীয়	পল্লী	শহর	জাতীয়	পল্লী	শহর
সকল	**২৫.১**	**২৮.৬**	**১৪.৬**	**৩৪.৩**	**৩৭.৯**	**২০.০**
ভূমিহীন	২৫.২	৪৯.৩	১৭.৮	৩০.৪	৫৩.১	২০.৫
<০.০৫	৩৯.২	৪৭.৮	২৩.৭	৪৩.৩	৪৮.৮	২২.৩
০.০৫-০.৪৯	২৮.২	৩৩.৩	১১.৪	৪০.০	৪১.৭	১২.৬
০.৫০-১.৪৯	২০.৮	২২.৮	৯.১	২৯.৬	৩০.৬	১৫.৪
১.৫০-২.৪৯	১১.২	১২.৮	২.৭	২১.৯	২২.৯	১.৪
২.৫০-৭.৪৯	৭.০	৭.৭	৩.০	১১.৫	১২.৪	০.০
৭.৫০+	১.৭	২.০	০.০	৪.০	৪.১	০.০
	উচ্চ দারিদ্র রেখা ব্যবহার করে					
সকল	**৪০.০**	**৪৩.৮**	**২৮.৪**	**৪৮.৯**	**৫২.৩**	**৩৫.২**
ভূমিহীন	৪৬.৩	৬৬.৬	৪০.১	৪৬.৬	৬৯.৭	৩৬.৬
<০.০৫	৫৬.৪	৬৫.৭	৩৯.৭	৫৭.৯	৬৩.০	৩৮.৩
০.০৫-০.৪৯	৪৪.৯	৫০.৭	২৫.৭	৫৭.১	৫৯.৩	২৭.৩
০.৫০-১.৪৯	৩৪.৩	৩৭.১	১৭.৪	৪৬.২	৪৭.৫	২৭.৪
১.৫০-২.৪৯	২২.৯	২৫.৬	৮.৮	৩৪.৩	৩৫.৪	১০.২
২.৫০-৭.৪৯	১৫.৪	১৭.৪	৪.২	২১.৯	২২.৮	৯.১
৭.৫০+	৩.১	৩.৬	০.০	৯.৫	৯.৭	০.০

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০০৫

২০০৫ সালে উচ্চ দারিদ্র রেখা ব্যবহার করে দারিদ্র পরিমাপে দেখা যায় যে, ৪৬.৩ শতাংশ জনগণ ভূমিহীন, ৫৬.৪ শতাংশ জনগণের জমির পরিমাণ ০.০৫ একরের নীচে, ৪৪.৯ শতাংশ জনগণের জমির পরিমাণ ০.০৫-০.৪৯ একর, ৩৪.৩ শতাংশ জনগণের জমির পরিমাণ ০.০৫-১.৪৯ এবং ২২.৯ শতাংশের জমির পরিমাণ ১.৫-২.৪৯ একর, ১৫.৪ শতাংশের জমির পরিমাণ ২.৫-৭.৪৯ একর এবং ৩.১ শতাংশের জমির পরিমাণ ৭.৫ একর বা তার উর্ধ্বে । এছাড়া, মাথা গণনা অনুপাতে নিম্ন দারিদ্র রেখার ক্ষেত্রে দারিদ্র পরিমাপে লক্ষ্যণীয় যে, ৩৯.২ শতাংশের জমির পরিমাণ ০.০৫ একরের নীচে, ২৮.২ শতাংশের জমির পরিমাণ ০.০৫-০.৪৯ একর, ২০.৮ শতাংশের জমির পরিমাণ ১.৫-২.৪৯ একর, ১১.২ শতাংশের জমির পরিমাণ ১.৫-২.৪৯ একর, ৭.০ শতাংশের জমির পরিমাণ ২.৫-৭.৪৯ একর এবং ১.৭ শতাংশের জমির পরিমাণ ৭.৫ একর বা তার উর্ধ্বে । সুতরাং ভূমিহীন প্রান্তিক চাষীদের ভাগ্যন্নোয়ন ব্যতীত দেশের দারিদ্র পরিস্থিতি ব্যাপক উন্নয়ন সম্ভব নয়।

মাথাপিছু মাসিক আয়, ব্যয় ও ভোগ-ব্যয়

১৯৯১-৯২ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত খানার মাসিক নামিক (Nominal) আয়, ব্যয় এবং ভোগ-ব্যয় সারণি ১৩.৫ তে উপস্থাপন করা হল। ব্যয় এবং ভোগ-ব্যয়ের পার্থক্য এই যে, ব্যয় স্থায়ী জিনিসপত্র ক্রয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট, যা ভোগ-ব্যয়ের সাথে সম্পর্কিত নয়।

সারণি ১৩.৫: মাথাপিছু মাসিক আয়, ব্যয় ও ভোগ-ব্যয় পরিস্থিতি

জরিপ বৎসর	অঞ্চল	মাসিক গড় (টাকা)		
		আয়	ব্যয়	ভোগব্যয়
২০০৫	জাতীয়	৭২০৩	৬১৩৪	৫৯৬৪
	পল্লী	৬০৯৬	৫৩১৯	৫১৬৫
	শহর	১০৪৬৩	৮৫৩৩	৮৩১৫
২০০০	জাতীয়	৫৮৪২	৪৮৮৬	৪৫৪২
	পল্লী	৪৮১৬	৪২৫৭	৩৮৭৯
	শহর	৯৮৭৮	৭৩৬০	৭১৪৯
১৯৯৫-৯৬	জাতীয়	৪৩৬৬	৪০৯৬	৪০২৬
	পল্লী	৩৬৫৮	৩৪৭৩	৩৪২৬
	শহর	৭৯৭৩	৭২৭৪	৭০৮৪
১৯৯১-৯২	জাতীয়	৩৩৪১	২৯৪৪	২৯০৪
	পল্লী	৩১০৯	২৭২১	২৬০৪
	শহর	৪৮৩২	৪৩৭৭	৪২৮০

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০০৫

সারণি ১৩.৫ এ লক্ষ্য করা যায় যে, খানার মাসিক নামিক (Nominal) আয়, ব্যয় এবং ভোগ-ব্যয় ক্রমবর্ধমান। খানার মাসিক নামিক (Nominal) আয় জাতীয় পর্যায়ে ৭২০৩ টাকা হলেও পল্লী এলাকায় তা ৬০৯৬ টাকা এবং শহরাঞ্চলে তা ১০৪৬৩ টাকা। অন্যদিকে, ২০০০ সালে জাতীয় পর্যায়ে খানার মাসিক নামিক (Nominal) আয় ছিল ৫৮৪২ টাকা, যা ২০০৫ সালে ২৩.৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ১৯৯১-৯২ সালের তুলনায় তা ১১৫.৫৯ শতাংশ বেশী। ২০০৫ সালে জাতীয় পর্যায়ে গড় মাসিক ব্যয় অনুমিত হয়েছিল ৬১৩৪ টাকা, যা পল্লী অঞ্চলে ছিল ৫৩১৯ টাকা এবং শহরাঞ্চলে ছিল ৮৫৩৩ টাকা। ২০০০ সালে জাতীয় পর্যায়ে, পল্লী অঞ্চলে, এবং শহরাঞ্চলে তা পর্যায়ক্রমিকভাবে ৪৮৮৬ টাকা, ৪২৫৭ টাকা এবং ৭৩৬০ টাকা ছিল । ২০০৫ সালে খানার মাসিক নামিক (Nominal) ব্যয় ২০০০ এর তুলনায় ২৫.৫৪ শতাংশ এবং ১৯৯১-৯২ সালের তুলনায় ১০৮.৩৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০০৫ সালে খানার মাথাপিছু মাসিক নামিক (Nominal) ভোগব্যয় জাতীয় পর্যায়ে ৫৯৬৪ টাকা অনুমিত হলেও পল্লী এলাকায় তা ৫১৬৫ টাকা এবং শহরাঞ্চলে তা ৮৩১৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০০০ সালে জাতীয় পর্যায়ে, পল্লী অঞ্চলে, এবং শহরাঞ্চলে তা পর্যায়ক্রমিকভাবে তা ছিল ৪৫৪২ টাকা, ৩৮৭৯ টাকা এবং ৭১৪৯ টাকা । মাসিক গড়

ভোগ ব্যয় ২০০৫ সালে ২০০০ সালের তুলনায় ৩১.৩ শতাংশ এবং ১৯৯১-৯২ সালের তুলনায় ১০৫.৩৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

জাতীয় পর্যায়ে পরিবারভিত্তিক আয় বন্টন এবং জিনি অনুপাত

২০০০ এবং ২০০৫ সালে পরিচালিত জরিপে পরিবার ভিত্তিক আয় বন্টনের শতকরা হার এবং জিনি অনুপাত সারণি ১৩.৬ এ উপস্থাপন করা হল:

সারণি ১৩.৬: জাতীয় পর্যায়ে পরিবারভিত্তিক আয় বন্টন (শতাংশ) এবং জিনি অনুপাত

পরিবার গ্রুপ	২০০৫			২০০০		
	মোট	পল্লী	শহর	মোট	পল্লী	শহর
জাতীয় পর্যায়	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
সর্বনিম্ন ৫%	০.৭৭	০.৮৮	০.৬৭	০.৯৩	১.০৭	০.৭৯
ডিসাইল-১	২.০০	২.২৫	১.৮০	২.৪১	২.৮০	২.০২
ডিসাইল -২	৩.২৬	৩.৬৩	৩.০২	৩.৭৬	৪.৩১	৩.০৭
ডিসাইল -৩	৪.১০	৪.৫৪	৩.৮৭	৪.৫৭	৫.২৫	৩.৮৪
ডিসাইল -৪	৫.০০	৫.৪২	৪.৬১	৫.২২	৫.৯৫	৪.৬৮
ডিসাইল -৫	৫.৯৬	৬.৪৩	৫.৬৬	৬.১০	৬.৮৪	৫.৬০
ডিসাইল -৬	৭.১৭	৭.৬৩	৬.৭৮	৭.০৯	৭.৮৮	৬.৭৪
ডিসাইল -৭	৮.৭৩	৯.২৭	৮.৫৩	৮.৪৫	৯.০৯	৮.২৪
ডিসাইল -৮	১১.০৬	১১.৪৯	১০.১৮	১০.৩৯	১০.৯৭	১০.৪৬
ডিসাইল -৯	১৫.০৭	১৫.৪৩	১৪.৪৮	১৪.০০	১৪.০৯	১৪.০৪
ডিসাইল -১০	৩৭.৬৪	৩৩.৯২	৪১.০৮	৩৮.০১	৩২.৮১	৪১.৩২
সর্বোচ্চ ৫%	২৬.৯৩	২৩.০৩	৩০.৩৭	২৮.৩৪	২৩.৫২	৩১.৩২
জিনি অনুপাত	০.৪৬৭	০.৪২৮	০.৪৯৭	০.৪৫১	০.৩৯৩	০.৪৯৭

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০০৫

সারণি ১৩.৬ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ডিসাইল-১ থেকে ডিসাইল-৫ ভুক্ত পরিবারগুলোর জাতীয় পর্যায়ে আয় ২০০০ সালের তুলনায় ২০০৫ সালে হ্রাস পেয়েছে। অন্যদিকে ডিসাইল-৬ থেকে ডিসাইল ৯ ভুক্ত পরিবারগুলোর আয় ২০০০ সালের তুলনায় ২০০৫ সালে বৃদ্ধি পেয়েছে। এখানে লক্ষ্যনীয় যে সর্ব নিম্ন ৫ শতাংশ পরিবারগুলোর আয় ২০০০ সালে জাতীয় আয়ের প্রায় ১ শতাংশ থাকলেও (০.৯৩ শতাংশ) ২০০৫ সালে তা কমে ০.৭৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য একই সময়ে সর্বোচ্চ ৫ শতাংশের আয়ও (২৮.৩৪ শতাংশ থেকে ২৬.৯৩ শতাংশে) হ্রাস পেয়েছে। সর্বোপরি জিনি অনুপাত ২০০০ সালে তুলনায় ২০০৫ সালে বৃদ্ধি পেয়েছে যা সমাজের বৈষম্য বৃদ্ধির ইঙ্গিত বহন করে।

মাথা পিছু ভোগ্যপণ্য ও সেবা বাবদ ব্যয়

১৩.৭ সারণিতে দেখা যায় যে, বাজার মূল্যে মাথাপিছু ভোগ্য পণ্য ও সেবা বাবদ ব্যয় ১৯৯৫-৯৬ সালের ১১১০৮ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৭-০৮ অর্থবছরে এসে দাঁড়িয়েছে ২৮৩৫২ টাকায়। এ ক্ষেত্রে ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছর থেকে ২০০৭-০৮ পর্যন্ত যৌগিক প্রবৃদ্ধি ৮.১২ । অন্যদিকে মাথাপিছু প্রকৃত ভোগ্য পণ্য ও সেবা বাবদ ব্যয় ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরে

১১১০৮ টাকা থেকে ২০০৭-০৮ অর্থবছর ১৪৯৯৯ টাকায় (১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরের মূল্যে) এসে দাঁড়িয়েছে। এখানে ব্যয়ের যৌগিক প্রবৃদ্ধি হল ২.৫৩।

সারণি ১৩.৭ঃ মাথা পিছু ভোগ্য পণ্য ও সেবা বাবদ ব্যয়

(টাকায়)

অর্থ বছর	বাজার মূল্যে মাথাপিছু ভোগ্য পণ্য ও সেবা বাবদ ব্যয়[৭]	প্রকৃত মাথাপিছু ভোগ্য পণ্য ও সেবা বাবদ ব্যয় (১৯৯৫-৯৬ এর মূল্যে)
১৯৯৫-৯৬	১১১০৮	১১১০৮
১৯৯৬-৯৭	১১৭৮১	১১৩৩২
১৯৯৭-৯৮	১২৫২৯	১১০৯১
১৯৯৮-৯৯	১৩৫১৬	১১১৭৬
১৯৯৯-০০	১৪৩৫৩	১১৫৪৬
২০০০-০১	১৫১২৬	১১৯৩৭
২০০১-০২	১৫৯৫২	১২২৪৬
২০০২-০৩	১৭১২৯	১২৫৯৮
২০০৩-০৪	১৮৪৫৬	১২৮২৫
২০০৪-০৫	২০১৪৫	১৩১৪৭
২০০৫-০৬	২২২৪১	১৩৬২৯
২০০৬-০৭	২৪৯০৮	১৪৩৩৬
২০০৭-০৮	২৮৩৫২	১৪৯৯৯
যৌগিক প্রবৃদ্ধি (১৯৯৬-০৮)	৮.১২	২.৫৩

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর 'Statistical Year Book' -এর বিভিন্ন সংখ্যা এবং অর্থ বিভাগ কর্তৃক গাণিতিক হিসাব।

দারিদ্র বিমোচনে গৃহীত কার্যক্রম

দারিদ্র নিরসন কৌশলপত্রে নির্ধারিত বাৎসরিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মাধ্যমে জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে ২০০৭-০৮ অর্থবছরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দারিদ্র নিরসন কার্যক্রমসমূহের জন্য উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন সংশোধিত বাজেটের প্রায় ৫৭ শতাংশ বরাদ্দ করা হয়েছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান, আয় বৃদ্ধি এবং তাদের উন্নয়নের জন্য সরকারি ও বেসরকারি (এনজিও) পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচি রয়েছে । এ সকল কর্মসূচি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উৎপাদন-স্বত্ব (Entitlement) বৃদ্ধির সাথে তাদের ক্ষমতায়ন ও সচেতনায়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এছাড়া, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি, ভিজিডি কর্মসূচি, গ্রামীণ সড়ক, অবকাঠামো নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি কর্মসূচি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছে। অপরদিকে, শিক্ষা সম্প্রসারণ কর্মসূচি যথা-শিক্ষার জন্য খাদ্য/অর্থ, বিশেষ বৃত্তি ও আর্থিক সাহায্য, অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা ইত্যাদি যেমন শিক্ষার ব্যয়ভার লাঘব করছে, তেমনি মানব উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি

নারী, শিশু, প্রতিবন্ধীসহ সকল সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করা হচ্ছে সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়নের একটি মৌলিক চ্যালেঞ্জ। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে সামাজিক সুরক্ষা ও সামাজিক ক্ষমতায়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগের আওতায় মোট ৬৬ কর্মসূচি/কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ সমস্ত কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে নগদ প্রদান (বিশেষ ও বিভিন্ন ভাতা) কার্যক্রম, খাদ্য নিরাপত্তা কার্যক্রম, ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি ও বিভিন্ন তহবিল। এ সমস্ত কার্যক্রমের আওতায় চলতি অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে ১১৪৬৭.৩৯ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে যা মোট বাজেটের ১৩.৩২ শতাংশ এবং জিডিপির ২.১৪ শতাংশ। উল্লেখ্য চলতি অর্থবছের সামাজিক সুরক্ষায় ১১৩.৭৬ লক্ষ জন ও ২৩৫.৭৫ লক্ষ মাস এবং সামাজিক ক্ষমতায়নে ২৪০.৫৪ লক্ষ জন বিভিন্ন কার্যক্রমে জড়িত রয়েছে।

[৭] জাতীয় আয়ের হিসাব হতে প্রাপ্ত ব্যক্তি ভোগ্য পণ্য ও সেবার ব্যক্তি খাত (Private Consumption) তথ্য থেকে নির্ণীত।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের শ্রেণীবিন্যাস

- নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান কার্যক্রম (বিভিন্ন ভাতা);
- নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান কার্যক্রম (বিশেষ);
- খাদ্য নিরাপত্তা কার্যক্রম;
- আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম; এবং
- দারিদ্র বিমোচনে বিভিন্ন তহবিল ।

নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান কর্মসূচি:

- বয়স্ক দরিদ্রদের জন্য বয়স্ক ভাতা;
- বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা প্রদান কার্যক্রম;
- অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা কার্যক্রম;
- অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি;
- এসিডদগ্ধ ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের বিশেষ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম ও পুনর্বাসন তহবিল;
- অসচ্ছল প্রতিবন্ধীদের জন্য ভাতা;
- দরিদ্র মায়ের জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা,
- কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি ।

বয়স্ক **ভাতা কর্মসূচি**

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন এ কর্মসূচির আওতায় ২০০৭-০৮ অর্থবছরে মাথাপিছু মাসিক ভাতার পরিমাণ ২২০ টাকায় এবং উপকারভোগীর সংখ্যা ১৬ লক্ষ থেকে ১৭ লক্ষে উন্নীত করা হয়েছে। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে এ বাবদ ৩৮৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং ডিসেম্বর ২০০৭ পর্যন্ত ২২৪.৪০ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

এসিডদগ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের বিশেষ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম ও পুনর্বাসন তহবিল

সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় এসিড নিক্ষেপের ফলে নির্যাতিতা মহিলাদের জন্য জনপ্রতি ১০,০০০ টাকা হারে "এসিডদগ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন" তহবিল চালু করেছে। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে এ তহবিলে ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং ডিসেম্বর ২০০৭ পর্যন্ত ৫.০০ কোটি টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে এবং মাঠ পর্যায়ে বিতরণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

অসচ্ছল প্রতিবন্ধীদের জন্য ভাতা

সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় সার্বিকভাবে এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের দায়িত্বে রয়েছে। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে সম্পূর্ণভাবে অক্ষম প্রতিবন্ধীদের জীবনধারনে সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে মাসিক ভাতা ২০০ টাকা থেকে ২২০ টাকায় এবং ভাতাভোগীর সংখ্যা ২ লক্ষে উন্নীত করা হয়েছে। ডিসেম্বর ২০০৭ পর্যন্ত ২৬.৪০ কোটি টাকা মাঠ পর্যায়ে বিতরণের জন্য অবমুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য একটি নূতন কর্মসূচির অনুকূলে ৫.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা প্রদান কার্যক্রম

অসহায় ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের জন্য প্রবর্তিত এ কর্মসূচির অধীনে ২০০৭-০৮ অর্থবছরে মাথাপিছু মাসিক ভাতার পরিমাণ ২২০ টাকায় এবং উপকারভোগীর সংখ্য ৭ লক্ষ ৫০ হাজারে উন্নীত করা হয়েছে । ২০০৭-০৮ অর্থবছরে এ বাবদ ১৯৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং মার্চ ২০০৮ পর্যন্ত ৯৯.৮০ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

দরিদ্র মায়ের জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা

দরিদ্র গর্ভবতী মহিলাদের জন্য প্রবর্তিত এ কর্মসূচির অধীনে ২০০৭-০৮ অর্থবছরে দারিদ্র ম্যাপ অনুযায়ী ৩০০০ ইউনিয়নে ৪৫০০০ জন দরিদ্র গর্ভবতী মহিলাদের ১৭.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং মার্চ ২০০৮ পর্যন্ত ৩৮৮৮৮ জন দরিদ্র গর্ভবতী মহিলাদের মধ্যে ৭ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা কার্যক্রম

২০০৭-০৮ অর্থবছরে এ কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগীর সংখ্যা ১ লক্ষে এবং মাসিক ভাতার পরিমাণ ৬০০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে এ বাবদ ৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে এবং ডিসেম্বর ২০০৭ পর্যন্ত ৩৬ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি

অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং আত্মকর্মসংস্থানমূলক কর্মসূচির আওতায় দেশের ৬৪টি জেলা হতে ৪৫৪১৭ জন অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা/পোষ্য সনাক্ত করে কর্মসূচিভুক্ত করা হয়েছে। এ কর্মসূচির লক্ষ্যগোষ্ঠীর সকল সদস্যকে আত্মকর্মসংস্থানমূলক কর্মকান্ডের উপযোগী দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য একক বা যৌথভাবে বিভিন্ন ট্রেডে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের বিভিন্ন আত্মকর্মসংস্থানমূলক আয়-বর্ধক প্রকল্পে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হচ্ছে।

শিক্ষার বিনিময়ে নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান কর্মসূচি

প্রাথমিক শিক্ষা উপ-বৃত্তি প্রকল্পের আওতায় দরিদ্র শিশুদেরকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত এ প্রকল্প থেকে প্রতি বছর ৫৫ লক্ষের অধিক দরিদ্র শিশু উপকৃত হচ্ছে। ঝরে-পড়া ও স্কুল বহির্ভূত শিশুদের মূলধারায় ফিরিয়ে আনার জন্য বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় "রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া, মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রীদের পাশাপাশি ছাত্রদের জন্য উপবৃত্তি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। অন্যান্য পর্যায়ের বৃত্তিও অব্যাহত আছে।

খাদ্য সাহায্য কর্মসূচি

- কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি;
- ভিজিডি;
- ভিজিএফ;
- টেস্ট রিলিফ; এবং
- জি আর

কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি

খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়াধীন এ কর্মসূচির আওতায় ২০০৭-০৮ অর্থবছরে প্রায় ১ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বরাদ্দ ছিল এবং এপ্রিল ২০০৮ পর্যন্ত ৪৬,৭৫৫ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়েছে।

ভিজিডি

মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়াধীন এ কর্মসূচির আওতায় ২০০৭-০৮ অর্থবছরের এপ্রিল পর্যন্ত ৬ লক্ষ ৩৬ হাজার ২৪৬ জন গরীব দু:স্থ ভিজিডি কার্ডহোল্ডার মহিলার মধ্যে ১ লক্ষ ২০ হাজার ৬৫৬ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়েছে।

ভিজিএফ

খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়াধীন এ কর্মসূচির আওতায় ২০০৭-০৮ অর্থবছরের এপ্রিল পর্যন্ত ৭৬,৮২,৪৩৪ জন উপকারভোগীর মধ্যে ২ লক্ষ ২৯ হাজার ৭৭০ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়েছে।

টেস্ট রিলিফ

খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়াধীন এ কর্মসূচির আওতায় ২০০৭-০৮ অর্থবছরে প্রায় ৭৫ হাজার মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বরাদ্দ ছিল এবং এপ্রিল ২০০৮ পর্যন্ত ৮৯ হাজার ৫৭ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়েছে।

জি আর

খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়াধীন এ কর্মসূচির আওতায় ২০০৭-০৮ অর্থবছরের এপ্রিল পর্যন্ত ২৫ হাজার ৪১৬ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়েছে।

এছাড়া, গত নভেম্বর ২০০৭ এ বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে বয়ে যাওয়া প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় সিডর এর কারনে উক্ত অঞ্চলের জনগনের জানমাল রক্ষাকল্পে ইতোমধ্যে উপকূলীয় অঞ্চলে প্রায় ২০০০টির অধিক সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়েছে । তন্মধ্যে ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (আইডিবি) এর ১১.০ কোটি টাকা সহায়তায় প্রায় ৬০০টি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে 'বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন শেল্টার' হিসেবে নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। কুয়েত রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির সহায়তায় পটুয়াখালী জেলায় ২০টি সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণের লক্ষ্যে ২০টি স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এছাড়া জাপান সরকার ৪০টি এবং বিশ্বব্যাংক ৩.০ কোটি টাকা ব্যয়ে সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ করবে বলে জানিয়েছে । বৈদেশিক সাহায্যে উল্লিখিত শেল্টার নির্মাণ ছাড়াও জিওবি অর্থায়নে প্রায় ১৫০০টি সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণের জন্য খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় হতে ব্যবস্থা গ্রহন করা হচ্ছে এবং ১০২ কোটি টাকা ব্যয়ে সিডর ক্ষতিগ্রস্ত ৮টি জেলার ভূমিহীনদের জন্য ১০ হাজার ঘরবাড়ী নির্মাণের ভূমি বরাদ্দের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় সংশ্লিস্ট জেলা প্রশাসকদের দিক নির্দেশনা দিয়েছে। এছাড়া, সিডরে ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন জেলায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য বাড়ী নির্মাণের জন্য ইতোমধ্যেই ব্যবস্থা করা হয়েছে ।

দারিদ্র বিমোচনে বিশেষ কর্মসূচি

- দারিদ্র বিমোচনে পশুসম্পদ খাতে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি ;
- গৃহহীনদের ঋণ ও অনুদান প্রদানের জন্য গৃহায়ণ তহবিল;
- দেশের বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কর্মসংস্থান ব্যাংক;
- আবাসন (দারিদ্র বিমোচন ও পুনর্বাসন) প্রকল্প ;
- অর্থনৈতিক ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য কর্মসূচি;
- দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থানে মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম ।

দারিদ্র বিমোচনে পশুসম্পদ খাতে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি

কৃত্রিম প্রজনন একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সফল কর্মসূচি। দেশের ২০৬৯টি কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্রের মাধ্যমে ২০০৭-০৮ অর্থ বছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কৃত্রিম প্রজননকৃত গাভীর সংখ্যা ১০ লক্ষ ৮০ হাজার। দুগ্ধ খাতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে বেসরকারি পর্যায়ে স্থাপিত ডেইরী খামারসমূহকে অনুদান দেয়ার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ২০০৭-০৮ অর্থ বছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৪৩১১টি ডেইরী খামার স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া, পশুসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র হতে ক্ষুদ্র খামারী ও কৃষকগণকে গবাদী পশু, হাঁসমুরগী পালনের উপর প্রশিক্ষণ, পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে।

গৃহহীনদের ঋণ ও অনুদান প্রদানের জন্য গৃহায়ণ তহবিল

গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের জন্য গৃহ নির্মাণ ও মহিলা হোস্টেল কর্মসূচির আওতায় বরাদ্দকৃত ১৯৮ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ফেব্রুয়ারি ২০০৮ পর্যন্ত মোট ১১১ কোটি ১১ লক্ষ টাকা ছাড়করণ এবং ৪৪ হাজার ৯৫৮টি গৃহ নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে যাতে উপকারভোগীর সংখ্যা ২২৪৭৯০ জন। এছাড়া, ইতোমধ্যে ১০ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা অনুদান সুবিধাও প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, সারা দেশে মোট ৪১২টি এনজিও ৬৪টি জেলার ৪০০টি উপজেলায় গৃহায়ণ ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

দেশের বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কর্মসংস্থান ব্যাংক

বেকার বিশেষ করে শিক্ষিত বেকার যুবক ও যুব মহিলাদেরকে উৎপাদনমুখী এবং আয় বর্ধক কর্মকাণ্ডে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে দারিদ্র বিমোচন করার লক্ষ্যে কর্মসংস্থান ব্যাংক কাজ করছে। এ ব্যাংক কর্তৃক ফেব্রুয়ারি ২০০৮ পর্যন্ত মোট বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ৪২০ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা এবং আদায়ের পরিমাণ ৩০২ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা (আদায়ের হার ৮১%)। দেশের ৬৪টি জেলার সুবিধাভোগীর সংখ্যা ১ লক্ষ ১৪ হাজার ৩৬২ জন এবং ৩ লক্ষ ৬৫ হাজার ৯৭৪ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে।

কর্মসংস্থান ব্যাংকের কয়েকটি বিশেষ ঋণ কর্মসূচি

- **শিল্প কারখানার স্বেচছা-অবসরপ্রাপ্ত/কর্মচ্যুত শ্রমিক কর্মচারিদের কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তাঃ** শিল্প কারখানার স্বেচ্ছা-অবসরপ্রাপ্ত/চাকুরিচ্যুত শ্রমিক/কর্মচারিদের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে স্বেচ্ছা- অবসরপ্রাপ্ত/শ্রমিক/কর্মচারিদেরকে প্রশিক্ষণ ও পুনঃকর্মসংস্থানের জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তি মোতাবেক কর্মসংস্থান ব্যাংক এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এ কর্মসূচির অনুকূলে মোট ৪১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং বর্তমানে তা আবর্তক তহবিল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ফেব্রুয়ারি ২০০৮ পর্যন্ত মোট ১০ হাজার ৩৬৩ জন অবসরপ্রাপ্ত/ কর্মচ্যুত শ্রমিক/কর্মচারির অনুকূলে ৫৫ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।
- **কৃষিভিত্তিক শিল্পে ঋণ সহায়তা কর্মসূচিঃ** কৃষিভিত্তিক শিল্পে ঋণ সহায়তা প্রদানের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তি মোতাবেক কর্মসংস্থান ব্যাংক এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। কর্মসংস্থান ব্যাংকের অনুকূলে ২০০৪-০৫ এবং ২০০৫-০৬ অর্থবছরে ছাড়কৃত মোট ৩০ কোটি টাকা (যা আবর্তক তহবিল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে) হতে ফেব্রুয়ারি ২০০৮ পর্যন্ত ৯৭০ জন উদ্যোক্তার অনুকূলে ১৭ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

আবাসন (দারিদ্র বিমোচন ও পুনর্বাসন) প্রকল্প

বাংলাদেশের ৬৫ হাজার ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল পরিবারের জন্য জমি, বাসস্থান, প্রশিক্ষণ, ঋণ, স্বাস্থ্যসেবা, পরিবার পরিকল্পনা, আয়বর্ধক কার্যক্রম, বিশুদ্ধ খাবার পানির সংস্থান, বিদ্যুৎ সরবরাহ, যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বৃক্ষরোপনের সুবিধা প্রদান করে দারিদ্র বিমোচন করার উদ্দেশ্যে ৭১৫ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা ব্যয় সম্বলিত আবাসন প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। মার্চ ২০০৮ পর্যন্ত প্রকল্পটির ৬৭ শতাংশ অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ঝুঁকি মোকাবেলা তহবিল

সরকার প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ঝুঁকি মোকাবেলা তহবিলের জন্য ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ৩৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। জানুয়ারী ২০০৭ পর্যন্ত মোট ২০ কোটি টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে।

আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে যুব উন্নয়ন

জাতীয় উন্নয়নে যুবসমাজের সম্পৃক্ততার গুরুত্ব উপলব্ধি করে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ডিসেম্বর ২০০৭ পর্যন্ত বিভিন্ন ট্রেডে ২৮ লক্ষ ৯৮ হাজার ৮৯৬ জন যুবক ও যুবমহিলাকে দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। প্রশিক্ষিত যুবক ও যুবমহিলাদের মধ্য থেকে ডিসেম্বর ২০০৭ পর্যন্ত ১৬ লক্ষ ২৪ হাজার ২৭৮ জন আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হয়েছে এবং ৭ লক্ষ ২৯ হাজার ৯৯৫ জন উপকারভোগীর মধ্যে ৭৭৮ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা ঘূর্ণায়মান ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়নে ও প্রসারে দেশের ৬৪টি জেলায় ৭০টি কেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষিত বেকার যুবকদের ইন্টারনেট ও নেটওয়ার্কিংসহ কম্পিউটারের বেসিক কোর্স ও গ্রাফিক্স ডিজাইন কোর্সে ডিসেম্বর ২০০৭ পর্যন্ত মোট ৭৬৫৯৯ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। এছাড়া, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের যুবকদের কর্মসংস্থানের জন্য ডিসেম্বর ২০০৭ পর্যন্ত ১২ হাজার ৬১৩ টি জলাশয় বিভিন্ন যুব সমবায় সমিতিকে ইজারা দিয়েছে।

দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থানে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম

মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়াধীন "ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট (ভিজিডি)" কর্মসূচির আওতায় ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে মোট ৭ লক্ষ ৫০ হাজার জন হতদরিদ্র মহিলাদের মধ্যে খাদ্য সহায়তা ও প্যাকেজ ট্রেনিং প্রদান এবং সুবিধাভোগীদের প্রতি মাসে ৩০ কেজি গম অথবা ২৫ কেজি পুষ্টি সমৃদ্ধ আটা প্রদান করা হচ্ছে। এ কর্মসূচির জন্য ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে মোট ৪১১ কোটি ৬৪ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা বরাদ্দ রয়েছে। "বিত্তহীন মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি (এফএসভিজিডি) ২য় পর্যায়" শীর্ষক প্রকল্পের আওতাধীন ৭ টি জেলার ৫৭টি উপজেলায় মোট ১ লক্ষ ৯ হাজার ৩৭৯ জন ভিজিডি কার্ডধারী দুঃস্হ মহিলাদের আর্থিক সহায়তা বাবদ মাসিক মাথা পিছু ১৫০ টাকা এবং ১৩ টি পার্টনার এনজিও এর মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০০৭-০৮ অর্থ

বছরের সংশোধিত এডিপিতে মোট ২৬৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট ফর আল্ট্রা পুওর (ভিজিডিইউপি) প্রকল্পের মাধ্যমে ৮০ হাজার ভিজিডি কার্ডধারী দুঃস্হ মহিলাদের ২৪ মাস বৃত্তে মাসিক ৪০০ টাকা হারে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হবে। এর মধ্যে ৩৫০ টাকা উপকারভোগীদের নগদ প্রদান করা হবে (তাঁদের ব্যাংক হিসাবে) এবং অবশিস্ট ৫০ টাকা সঞ্চয় হিসেবে রক্ষিত থাকবে, যা কার্যক্রম শেষে প্রদান করা হবে। বিভিন্ন প্রকার আয়বর্দ্ধক কর্মকান্ড যেমনঃ পুস্টি, প্রাথমিক স্বাস্হ্য, মানবাধিকার, এইডস, মা ও শিশু স্বাস্হ্য পরিচর্যা, জেন্ডার ইস্যু ইত্যাদি বিষয়ের উপর দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। "গ্রামীন মহিলাদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি (২য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ৭২ হাজার গ্রামীন দরিদ্র মহিলাদের প্রশিক্ষণ, ঋণ ও অন্যান্য সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৯৭ হাজার ৬৪১ জন মহিলার মধ্যে ৫ হাজার ৪৭০ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া কর্মজীবী মহিলাদের জন্য হোস্টেল, ছোট শিশুদের দিবাযত্ন কেন্দ্র, মহিলা উদ্যোক্তাদের পণ্য বাজারজাতকরণের সুবিধার্থে বিক্রয় ও প্রদর্শণী কেন্দ্র স্থাপন, বিভিন্ন স্থানে মহিলাদের জন্য হস্ত, কৃষি ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।

দারিদ্র বিমোচনে সমবায় অধিদপ্তরের সার্বিক কার্যক্রম

সমবায় অধিদপ্তর সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষকে স্বাবলম্বী করে তোলার পাশাপাশি দারিদ্র বিমোচনেও ভূমিকা রাখে। ডিসেম্বর ২০০৭ পর্যন্ত সারাদেশে ১ লক্ষ ৫৮ হাজার ৯০৩টি সমবায় সমিতি নিবন্ধিত হয়েছে। এই সমিতিগুলো ডিসেম্বর ২০০৭ পর্যন্ত সদস্যদের শেয়ার, সঞ্চয় ও অন্যান্য তহবিল বাবদ প্রায় ১৭২৪ কোটি ৬২ লক্ষ ৬১ হাজার টাকার কার্যকরী মূলধন সৃষ্টি করেছে। সমবায় সমিতির মাধ্যমে ১ লক্ষ ৪৪ হাজার ১১৯ জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে ।

দারিদ্র বিমোচনে বিশেষ বিশেষ কার্যক্রম

দারিদ্র বিমোচনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি)
পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচি
পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউণ্ডেশন (পিডিবিএফ)
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড)
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বগুড়া)
সমাজ সেবা অধিদপ্তরের সার্বিক কার্যক্রম

দারিদ্র বিমোচনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি)

দারিদ্র বিমোচনের জন্য জাতিসংঘের সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার প্রতিটি ক্ষেত্রেই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে (আইসিটি) ব্যবহার করে ২০১৫ সালের মধ্যে নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জন প্রক্রিয়াকে আরও ত্বরান্বিত করতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে সরকার একটি থ্রাস্ট সেক্টর হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচি

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়াধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়ন মূলক প্রকল্প, বিশেষ করে পল্লী অঞ্চলে গ্রামীণ সড়ক, সেতু/কালভার্ট, উন্নয়ন কেন্দ্র (Growth Center) ও বাঁধ নির্মাণ প্রকল্পের মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক মহিলা ও পুরুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে যা গ্রামীন দারিদ্র বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে (ফেব্রুয়ারি, ২০০৮ পর্যন্ত) স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত উন্নয়ন কর্মসূচিতে প্রত্যক্ষভাবে ১৪,৮১৪ লক্ষ জন দিবস কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে।

পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউণ্ডেশন (PDBF)

পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্য হলো পল্লী এলাকার দারিদ্র বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক অবস্হার উন্নয়ন। বর্তমানে ২৮টি জেলার ১৮৫টি উপজেলায় ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে । এ উপজেলাগুলো দেশের প্রায় এক তৃতীয়াংশ ভৌগোলিক এলাকা জুড়ে অবস্হিত এবং সেখানে দরিদ্র জনগণের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। ফাউন্ডেশনের সুফলভোগীদের মধ্যে প্রায় ৯৫ শতাংশই মহিলা । ২০০৭-০৮ অর্থবছরের ডিসেম্বর, ২০০৭ পর্যন্ত ফাউন্ডেশন ১৮৮ কোটি

৩৪ লক্ষ টাকার ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করেছে । ফাউন্ডেশনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রায় ৫০ লক্ষ জন-দিবসের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে ।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (কুমিল্লা)

সিভিডিপি, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (BARD) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন একটি জাতীয় পল্লী উন্নয়ন মডেল প্রকল্প। একাডেমী কুমিল্লা জেলার কুমিল্লা সদর উপজেলার ৭৫টি, বুড়িচং-এ ৭৫টি, সিলেট জেলার (সদর উপজেলায়) ৭৫টি ও নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁ উপজেলায় ৭৫টিসহ মোট ৩০০টি গ্রাম সমিতির মাধ্যমে উক্ত প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটি বর্তমানে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতায় ৪টি সংস্হা যথাক্রমে বার্ড, বিআরডিবি, সমবায় অধিদপ্তর, আরডিএ এর মাধ্যমে ১৮টি জেলার ২১টি উপজেলায় ২৪৬৫.৩০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২০০৫-০৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদন লাভ করেছে ।

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বগুড়া)

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া ২০০৭-০৮ অর্থবছরে মার্চ ২০০৮ পর্যন্ত ১৩৭টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে মোট ৫৯৯১ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। এছাড়া দারিদ্র বিমোচন, পল্লী উন্নয়ন ও মডেল উদ্ভাবনের লক্ষ্যে সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি, সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অতিরিক্ত কর্মসংস্থান, গুড সীড ইনিশিয়েটিভ ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। মার্চ ২০০৮ পর্যন্ত এসব প্রকল্পে মোট ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণের পরিমাণ ২.৩৪ কোটি টাকা এবং আদায়ের পরিমাণ ১.৯০ কোটি টাকা (আদায়ের হার ৮৬ শতাংশ)।

সমাজসেবা অধিদপ্তরের সার্বিক কার্যক্রম

সমাজসেবা অধিদপ্তরের সার্বিক কার্যক্রম নিম্নরূপ:

- **সামাজিক সংহতি উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনমূলক কার্যক্রমঃ** বর্তমানে দেশের সকল উপজেলা ও শহরে সমাজসেবা অধিদপ্তর পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম (RSS), শহর সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম (UCD) এবং পল্লী মাতৃকেন্দ্রের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন (RMC) কার্যক্রম, এসিডদগ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ ৪টি কার্যক্রমের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে ঘূর্ণায়মান তহবিলের অধীন নতুন বিনিয়োগ ও পুনঃবিনিয়োগ করা হয়। এ ৪টি কার্যক্রমের অধীনে ঘূর্ণায়মান তহবিলের মাধ্যমে ডিসেম্বর ২০০৭ পর্যন্ত সময়ে মোট ২৯৮৪৭১৫টি পরিবার উপকৃত হয়। এছাড়া বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ১০২১৪৩ জন, সামাজিক কার্যক্রমের মাধ্যমে ২৯২৫৫৮ জন, সাক্ষরতা প্রদানের মাধ্যমে ১৩৩৪৩১ জন উপকৃত হয়েছে। প্রাথমিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সচেতনতা প্রদান করা হয়েছে ২৫৫০১৯৫ জনকে এবং ছোট পরিবার গঠনে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে ১১৫৬৬৮ জনকে।
- **সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিঃ** বাংলাদেশের দুর্দশাগ্রস্ত, অবহেলিত, আর্থিক দৈন্যে জর্জরিত বয়স্ক এবং প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি, এসিডদগ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসনের জন্য তহবিল এবং অক্ষম প্রতিবন্ধী ভাতা চালু করা হয়েছে।
- **মানব সম্পদ উন্নয়নমূলক কার্যক্রমঃ** অনাথ শিশুদের জন্য ৮২টি সরকারি শিশু পরিবারের মাধ্যমে ১০০৭৫ জন অনাথ শিশুর ভরণপোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে বেসরকারি পর্যায়ে পরিচালিত নিবন্ধনকৃত এতিমখানায় প্রতিপালিত শিশুদের মধ্যে মাসিক মাথাপিছু ৬০০ টাকা হারে ৪২ হাজার ২০০ জন শিশুর মধ্যে ৩০ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা ক্যাপিটেশন গ্রান্ট হিসেবে বিতরণ করা হয়েছে।

বেসরকারি সংস্থাসমূহের (NGO) ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম

বাংলাদেশে দারিদ্র বিমোচনে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে NGO গুলো সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে চলেছে। তাছাড়া বন্যা, খরা, অতিবৃষ্টি এবং শীতে দেশের সুবিধা-বঞ্চিত মানুষদেরকে এনজিওরা সাহায্য সহযোগিতা করে চলেছে। CDF প্রদত্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী ডিসেম্বর ২০০৬ পর্যন্ত বাংলাদেশে মোট ৬১১ টি এনজিও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম চালিযে যাচ্ছে ।এ সময় পর্যন্ত মোট উপকারভোগীর সংখ্যা ৩.০৭ কোটির মধ্যে ০.৩৮ কোটি পুরুষ ও ২.৬৯ কোটি মহিলা । এ সময়ে ক্রমপুঞ্জিত মোট ৫৫৫৬৭.৬৭ কোটি টাকা সদস্যদের মধ্যে ঋণ বিতরণ করা হয়। ঋণ আদায়ের হার ৯৩ শতাংশ। মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ ২৪৬৩.৯৭ কোটি টাকা। এসব এনজিওদের প্রদত্ত ক্ষুদ্র ঋণের ৪৫.১৬ শতাংশ বিনিয়োগ হয় ক্ষুদ্র ব্যবসা ও যোগাযোগ খাতে, ২৬.২৮ শতাংশ কৃষি, পশু সম্পদ ও মৎস্য খাতে, ৫.৫৯ শতাংশ খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও কুটির শিল্পে এবং ২০.৯৫ শতাংশ অন্যান্য খাতে। বাংলাদেশের নয়টি সংস্হা যেমন ব্র্যাক, আশা, প্রশিকা স্বনির্ভর বাংলাদেশ, টিএমএসএস, কারিতাশ, সোসাইটি ফর সোস্যাল সার্ভিসেস, ব্যুরো বাংলাদেশ এবং শক্তি ফাউন্ডেশন মোট ক্ষুদ্রঋণের সর্বোচ্চ অংশ (৮৫.২৫%) বিতরণ করে থাকে। এসব ঋণের শতকরা ১৩.৮৬ ভাগ পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন হতে সংগৃহীত হয়। ক্ষুদ্রঋণ বিতরণের একটি চিত্র সারণি ১৩.৮ এ তুলে ধরা হল।

সারণি ১৩.৮: জাতীয় পর্যায়ে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ বিবরণ

(অংকসমূহ কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা	ডিসেম্বর ২০০৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত		ডিসেম্বর ২০০৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত		২০০৫ সালের তুলনায় ২০০৬ সালে ঋণ বিতরণের প্রবৃদ্ধি (%)
	ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণ	আদায়ের হার (%)	ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণ	আদায়ের হার (%)	
১. এনজিওদের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি ১/	৫৫৫৬৭.৬৭ (৪৯.২৭%)	৯২.৫৫	৪৩১২৩.০৫ (৪৭.৪৭%)	৯৮.৩৩	২৮.৮৬
২.বিশেষায়িত সংস্থাসমূহের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি	৩৪১৪২.৯৪ (৩০.২৭%)		২৮১২৭.৪২ (৩০.৯৬%)		২১.৩৯
ক) গ্রামীণ ব্যাংক	৩০৬,৩৬.৮৬ (২৭.১৬%)	৯৮.৮২	২৫৬৪৯.৭৪ (২৮.২৩%)	৯৯.০১	১৯.৪৪
খ) পিকেএসএফ	৩৫০৬.০৮ (৩.১১%)	৯৮.৭৪	২৪৭৭.৬৮ (২.৭৩%)	৯৯.৩৩	৪১.৫১
৩. ব্যাংকসমূহ	১৪৪,০৯.৪৩ (১২.৭৭%)		১২৮৭০.৮৩ (১৪.১৭)		১১.৯৬
৩.১.রাষ্ট্রীয় সংস্থাসমূহ/ ব্যাংকসমূহ	১৩৪০৭.৩২ (১১.৮৮%)	৯০.৫৪	১১৬৬৪.৬১ (১২.৮৪%)	৯৬.৪৪	১৪.৯৪
ক) জাতীয়করণকৃত তফসিলী ব্যাংকসমূহ	১১০০৮.৫৭ (৯.৭৬%)	৮৩.১৮	৯৭৭১.৮১ (১০.৭৬%)	৯৮.১৭	১২.৬৬
খ) কৃষি ব্যাংকসমূহ (বিকেবি ও রাকাব)	১৬৭১.৩১ (১.৪৮%)	৯০.০০	১৩০৭.৪৩ (১.৪৪%)	৮৩.০৫	২৭.৮৩
গ) অন্যান্য (আনসার ভিডিপি ব্যাংক ও বেসিক ব্যাংক)	৭২৭.৪৪ (০.৬৪%)	৯৮.৪৫	৫৮৫.৩৭ (০.৬৪%)	৯৭.৩৮	২৪.২৭
৩.২ বেসরকারি তফসিলী ব্যাংকসমূহ	১০০২.১১ (০.৮৯%)	৯৭.৫৮	১২০৬.০২ (১.৩৩%)	৯১.৪২	(১৬.৯১)
৪.প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ	৮৬৬৮.৯৯ (৭.৬৯%)	৮৪.১৬	৬৭২৬.০২ (৭.৪০%)	৮২.২৮	২৮.৮৯
ক) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ (বিআরডিবি,বার্ড ও আরডিএ)	৫৬৭৫.৮৫ (৫.০৩%)	৯৪.৬০	৪০৬৩.২২ (৪.৪৭%)	৮৫.৩৪	৩৯.৬৯
খ) সমাজ কল্যান মন্ত্রণালয়	৬৬৩.৪৭ (০.৫৯%)	৯০.০০	৬৬৭.৮৫ (০.৭৪%)	৯০.২৪	(০.৬৬)
গ) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	৭১৭.৯১ (০.৬৪%)	৮৩.৩৭	৬৫৭.৩৭ (০.৭২%)	৮২.২৩	৯.২১
ঘ) অন্যান্য	১৬১১.৭৬০ (১.৪৩%)	৬৮.৬৮	১৩৩৭.৫৮ (১.৪৭%)	৬৯.০২	২০.৫০
মোট	১১২৭৮৯.০৩ (১০০%)		৯০৮৪৭.১২ (১০০)		২৪.১৫

উৎস: Microfinnce Statistics, Volume 19,December 2006, Credit and Development Forum(CDF).

১/Bangladesh Economic Review 2005 এবং বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৬

প্রধান প্রধান এনজিওদের সার্বিক কার্যক্রম

ব্র্যাক: ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বেসরকারি ক্ষুদ্রঋণদানকারী সংস্থা হল ব্র্যাক। দরিদ্র মানুষের ক্ষমতায়নের জন্য বিশেষত: মহিলা ও মেয়েদের জন্য সংস্থাটি দেশের ৭০ হাজার গ্রাম এবং ২০০০ বস্তিতে কাজ করে থাকে। সংস্থাটি বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে ঋণদান কর্মসূচি ছাড়াও স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে থাকে।

আশা: ১৯৯১ সালে বিশেষায়িত ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। আশা বর্তমানে আত্মনির্ভর দ্রুত বর্ধমান সর্ববৃহৎ ক্ষুদ্রঋণদানকারী সংস্থা হিসেবে বিশ্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। ক্ষুদ্রঋণদানকারী সংস্থার মধ্যে আশা হচ্ছে সর্বনিম্ন ব্যয়ে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও সম্প্রসারণের একমাত্র সংস্থা। উল্লেখ্য, অর্থবছরের শেষ নাগাদ আশা ইন্টারন্যাশনাল এশিয়া ও আফ্রিকার ১০টি দেশে ঋণদান কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

প্রশিকা: প্রশিকা সমিতির সদস্যদের টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির আওতায় পরিবেশ সম্মত কৃষি, সেচ, পশুসম্পদ বৃদ্ধি, মৌমাছি পালন, মৎস্য চাষ, সামাজিক বনায়ন, বসতবাড়ীতে বাগান, বীজ উৎপাদন, ক্ষুদ্র ব্যবসা ইত্যাদি খাতে ১০ লক্ষ প্রকল্পের মাধ্যমে ডিসেম্বর ২০০৭ পর্যন্ত ৩৮১৬ কোটি টাকার ঋণ সহায়তা দিয়ে ১ কোটি ৫ লক্ষ মানুষের জন্য আয় ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে।

শক্তি ফাউন্ডেশন: ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, কুমিল্লা, বগুড়া, রাজশাহীসহ অন্যান্য বড় বড় শহরের বস্তির দুঃস্থ মহিলাদের এ সংস্থা ঋণ প্রদান করে । এছাড়া, এসব মহিলাদের স্বাস্থ্য, ব্যবসা ও সামাজিক উন্নয়নেও সংস্থাটি কাজ করে থাকে।

টিএমএসএস: ঠেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংজ্ঞ মহিলাদের দারিদ্র বিমোচন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও মহিলাদের ক্ষমতায়নে ১৯৮০ সাল থেকে কাজ করে যাচ্ছে। সমাজের অশিক্ষিত, বঞ্চিত ও অত্যাচারিত এবং ০.৫ একরের জমির মালিকরা এ সংস্থার সদস্য।

এসএসএস (সোসাইটি ফর সোসাল সার্ভিসেস): সমাজের দরিদ্র, অবহেলিত ও অধিকার বঞ্চিত নারী-পুরুষ ও শিশুদের দারিদ্র বিমোচন, অধিকার আদায় ও তাদের শিক্ষা-স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিসহ সমন্বিত সেবা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে টেকসই সামাজিক উন্নয়ন ঘটাতে ১৯৮৬ সালে এর আত্মপ্রকাশ ঘটে।

স্বনির্ভর বাংলাদেশ: আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সকল রাষ্টথায়ত্ত ব্যাংক এবং পিকেএসএফ এর মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মসূচির আওতায় শুরু থেকে ডিসেম্বর ২০০৭ পর্যন্ত ৬৫৮.৩০ কোটি টাকা ১২৫০৪৬৩ জন বিত্তহীন ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ হিসেবে বিতরণ করেছে।

ব্যুরো বাংলাদেশ : দেশের ৪২ জেলার ২৪৫টি থানার ১১৪৯ টি ইউনিয়নের ৯০২৬ টি গ্রামে সংস্থাটি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে টেকসই গ্রামীণ সঞ্চয় ও ঋণ কর্মসূচি নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। এর পাশাপাশি স্বাস্থ্য পরিচর্যা, প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা, নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন, পানি / পয়:নিষ্কাশন,পরিবার পরিকল্পনা,সামাজিক বনায়ন ও বৃক্ষরোপন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

প্রধান প্রধান এনজিওসমূহের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির খতিয়ান সারণি ১৩.৯ এ উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ১৩.৯ঃ প্রধান প্রধান এনজিওসমূহের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির খতিয়ান

(কোটি টাকায়)

এনজিও	ক্রমপুঞ্জিত ২০০০	২০০১	২০০২	২০০৩	২০০৪	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৭ (ক্রমপুঞ্জিত)
ব্র্যাক									
বিতরণ	৫৪৪৪.৪৪	১৫০৯.৯৮	১৭০৬.৫৯	২০৭০.০০	২৫৯০.১৫	৩২৫৪.২১	৪২৬১.৫৪	৬২৩২.৮৭	২৭০৭৩.৭৯
আদায়	৪৬৭৩.০৬	১৪৫৭.৪৭	১৬১৪.৭৮	১৮৩৮.০৩	২২৯০.৩১	২৯২৬.৮৪	৩৬২৬.৩৯	৫০৩৬.৯৩	২৩৪৬২.১৮
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	৩৭৩৭১৯৩	৪,১৩৮১৩৩	৩৫৩১৫১৩	৩৪০২৪৭৫	৪৮,৫৮,৭৬৩	৪৮৩৭০৯৯	৫৩১০৩১৭	৭৩৭০৮৪৭	৭৩৭০৮৪৭
মহিলা	৩৬৫৬৯০৪	৪০৮০০৬৭	৩৫১৬৮৩৮	৩৩৯২৯৭৬	৪৭২৭২৮৬	৪৭০৮২৩৪	৫১৪০৪৯৪	৭১০৮১৫৫	৭১০৮১৫৫
পুরুষ	৮০২৮৯	৫৮০৬৬	১৪৬৭৫	৯৪৯৯	১,৩১,৪৭৭	১২৮৮৬৫	১৬৯৮২৩	২৬২৬৯২	২৬২৬৯২
আশা									
বিতরণ	২৬০৯.২৭	৯৯৫.০৪	১৫৯৫.২২	২০০১.৫৪	২৪০৩.৯২	৩৩১৭.৯২	৪১৩১.৬১	৫৩৯৫.৩৪	২২৪৪৯.৮৬
আদায়	২২১০.৭৪	৮৫৭.১৬	১৩২২.১৯	১৮০৭.৯৩	২২০৮.৪০	২৮২২.৮২	৩৭১২.০০	৫০৬০.৪৬	২০০০১.৭০
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	১২০৪৯৩৮	১৫৭৯৩৭২	২১৩৬১৬৫	২৩৪১৮১৯	২,৯৯৬,৬৬০	৫৯৮৮১৩৪	৬৪৫৫৯৭৯	৬৬৭৪০৫৮	৬৬৭৪০৫৮
মহিলা	১১৩৬৯০৮	১৫১১৫৬১	২০৫৫৬২৮	২২৫৮১১৮	২৮৯৭৫০৩	৩৯১৭৫৬৬	৪৩০৩৭৮৭	৪৭১৬৯২২	৪৭১৬৯২২
পুরুষ	৬৮০৩০	৬৭৮১১	৮০৫৩৭	৮৩৭০১	৯৯,১৫৭	২০৭০৫৬৮	২১৫২১৯২	১৯৫৭১৩৬	১৯৫৭১৩৬
প্রশিকা									
বিতরণ	১৪৫৮.৫৯	৩৯৪.১	৪০৬.৭৬	৩৫৭.৪	২৭৭.০৭	২৮৮.১৩	৩১৬.৫০	৩১২	৩৮১৬
আদায়	১২৪৯.৩৮	৩৬০.০৭	৪২৮.৪	৩৭১.২১	৩৫০.৬১	৩৩০.৭০	৩৪৩.০৯	২৯৮	৩৩৪৪
এস এসএস									
বিতরণ	১২৮.০০	৩৩.১৫	২৭.২২	৬৭.৩৬	৮৪.৭৮	১৬৫.৫২	২৬০.৭৭	৩৫৪.০৬	১১২০.৫৬
আদায়	১১৪.৪৫	২৯.৫২	২৬.০২	৫২.৭৩	৭০.৩৫	১৩০.৭১	২০৪.৫৫	৩১০.৮৯	৯৩৮.৩৮
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	৪৭০৯১	৫২৪৯১	৭৪০৯৬	১০৬৭০৩	১৩৩৪০৪	১৮৪৫৯১	২৬০০১০	৬০১০০	৩২০৩৬৪
মহিলা	৪৬৪৫৫	৫১৮৯৪	৭২৮৭৭	১০২৩২৬	১২৯১৫৪	১৭৯৫১১	২৫৩৩৮৭	৫৭৯৯৬	৩১১৩৮৮৩
পুরুষ	৬৩৬	৫৯৭	১২১৯	৪৩৭৭	৪২৫০	৫০৮০	৬৬২৩	২১০৪	৮৯৮১
কারিতাশ									
বিতরণ	১৮২.৭৭	৬২.৯৪	৫১.৪১	৯০.১৩	৬০.৪৩	১০৬.১৮	১১৮.২৪	১৪৭.৭৮	৮১৯.৮৭
আদায়	১২৯.২৩	৫২.১৭	৫৪.৮৯	৮২.৬৯	৫৮.৭৬	৯৪.৯৭	১১১.৮৫	১৩৭.২১	৭২১.৭৮
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	৫২৯৯৪	৪৪৭	৪৯৬১	৩৩৭২৭	১৮৬৫৭	১৪৯৩৬	৪২২৭	৪৩৬২	৩৭১৩৮২
টিএমএসএস									
বিতরণ	২৩৮.৭৬	২১৪.১৩	৯০.১৪	১২৯.৫৯	১৬৫.৭৩	২৮২.৮৯	৩৯৬.৭৯	২১৭১.৪৪	২২৬৫.৪৯
আদায়	১৮৪.৯৬	১৭৯.৯৩	৭৭.৩৬	১০৯.০৯	১৪৭.৭০	২১৫.২৩	৩৪৯.৭৩	১৮৮২.৮০	১৯৮০.২১
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	৯৭৮৪০	১১৮৯৯৯	৩৩৬০০	৫৪৯৪২	২৩৯৩৭	১১৫৪৭০	৬৮৫৮৭	৫৩৯৮৯৭	৬৮০৩১২
শক্তি ফাউন্ডেশণ									
বিতরণ	১০৬.৪৩	৫০.৬৫	৬১.১১	৮৪.২৮	১০২.৪০	১৫০.৪২	১৭৯.৯৭	১৭৬.১৩	৯১১.৩৯
আদায়	৮৩.০৬	২৮.৮৪	৩৩.৪৩	৪৬.৬২	৬৩.৬২	৮৮.৯৩	১৬৫.১৫	১৬৮.৩১	৭৯৭.৪৩
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	৫৬৮৯০	৬৩১০০	৭৫১৩৭	১০০৪৬৪	১১৪৭০১	১৫৭৫১৭	১৬৭১১৩	১৫৬১০৮	১৫৬১০৮
ব্যুরো বাংলাদেশ									
বিতরণ	১৫৯.৯৫	৪৬.৪৬	৬৯.৫৭	১০৮.২৭	১৫২.৮	২৩৬.৮৪	৩১৮.০৩	৩৭৫.১৬	১০৯১.৯২
আদায়	৮৭.২১	৩৮.৮	৫৮.২৫	৯৩.৭৮	১৩২.৫২	১৯৬.০০	২৭৭.৪৫	৩৩৭.২৭	৮৮৪.০১
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	২১২১০১	৯৬৫৩৭	১২৪৪৪৬	১৮৪৬০৯	২২১৩৬৬	২৭৩,২৮৬	৩৩১৩২৯	৩৭৬৭১০	৩৭৬৭১০
স্বনির্ভর বাংলাদেশ									
বিতরণ	২১৪	৩৯.৮৬	৩৯.৪৬	৪০.৬৬	৬০.৭৫	৭৫.৯১	৯১.৩৬	৯৬.৩০	৬৫৮.৩০
আদায়	১৬২.২৬	৩১.৭২	৩৩.৩২	৩৪.৫৮	৪৩.৩৮	৬১.৫৪	৭০.৯৪	৭৫.৯১	৫১৩.৬৫
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	১০৮৫৮	৪৭৪৮২	৫৪৭৬৩	৫৪২১৭	৬২৯১৫	৯৪৯৪৫	১২৯৮৯৪	১০১৮৬৪	১২৫০৪৬৩
মোট									
বিতরণ	১০৫৪২.২১	৩৩১৩.১৬	২৪৫২.২৬	৪৯৪৯.২৩	৫৮৯৮.০৩	৭৮৭৮.০২	১০০৭৪.৮১	১৫২৬১.০৮	৬০২০৭.১৮
আদায়	৮৮৯৪.৩৫	৩০৩৫.৬৮	৩৬৪৮.৬৪	৪৪৩৬.৬৬	৫৩৬৫.৬৫	৬৮৬৭.৭৪	৮৮৬১.১৫	১৩৩০৭.৭৮	৫২৬৪৩.৩৪

উৎসঃ ব্র্যাক, আশা, প্রশিকা, এসএসএস, কারিতাস, টিএমএসএস, ব্যুরো বাংলাদেশ ও স্বনির্ভর বাংলাদেশ

গ্রামীণ ব্যাংক

বিত্তহীন মানুষের হাতে জামানতবিহীন পুঁজি তুলে দিতে পারলে নিজের কর্মসংস্থান সে নিজেই সৃষ্টি করতে পারে। এ ধারণার প্রেক্ষিতে সৃষ্ট গ্রামীণ ব্যাংক কোন প্রকার জামানত ব্যতীত ভূমিহীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করে থাকে। ঋণের টাকা সাপ্তাহিক কিস্তিতে পরিশোধ করা হয় এবং ব্যাংকের যাবতীয় আর্থিক লেনদেন সাপ্তাহিক কেন্দ্র বৈঠকের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির খতিয়ান সারণি ১৩.১০ এ উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ১৩.১০: গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ পরিস্থিতি

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	জুন ২০০২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬- ০৭	২০০৭-০৮ (ফেব্রুয়ারি ০৮ পর্যন্ত)	ক্রমপুঞ্জিত (ফেব্রুয়ারি ২০০৮ পর্যন্ত)
বিতরণ	১৬১৪১.১২	১৮৭৯.৮১	২৩৩৫.৬২	৩১৪৮.৩৭	৪৫৯০.৫৫	৫০১৯.৪৪	৩৫১৫.১৬	৩৬৬৩০.০৭
আদায়	১৪৯১৯.২৫	১৬৭৬.৩৩	১৯৮০.১৬		৩৭৬৯.৮২	৪৮০২.৫২	৩১৩৭.১২	৩২৬৬.৭৪
আদায়ের হার	৯২.৪৩	৯৯.০০	৯৮.৯৬	৯৮.৯৫	৯৮.৪৯	৯৮.৬১	৯৮.১৫	৯৮.১৫
শাখার সংখ্যা	১১৭৫	৭	৭৬	২৭৯	৬৪৮	২৪৬	৬৮	২৪৯৯
গ্রামের সংখ্যা	৪০৬৯৩	১৯১৮	৩২৯৮	৮১১৩	১৫১১৮	৯৫১৯	২৬৭৫	৮১৩৩৪
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	৪৭৫৭০২৮	২৭৮৬৭৪৮	৩৬২৬৯৩৭	৪৭৬৪২১৬	৬৩৯০১৪৮	৭২০৮৪৫৫	৭৪৪৮৬০১	৭৪৪৮৬০১
মহিলা	৪৫১৭৭৯১	২৬৫৭১০৫	৩৪৬৮১৪৭	৪৫৭৩৬৮১	৬১৬১৪৫২	৬৯৭২৩৫১	৭২০৮৭১০	৭২০৮৭১০
পুরুষ	২৩৯২৩৭	১২৯৬৪৩	১৫৮৭৯০	১৯০৫৩৫	২২৮৬৯৬	২৩৬১০৪	২৩৯৮৯১	২৩৯৮৯১

উৎসঃ গ্রামীণ ব্যাংক

পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (PKSF)

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) তার সহযোগী সংস্থাসমূহের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ২০০৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত পিকেএসএফ তার ২৫৪টি সহযোগী সংস্থার অনুকূলে ৪৯৩৩.৩৭ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করেছে। সহযোগী সংস্থাসমূহ এ ঋণ পুন:চক্রায়নের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে ৩২৭৩১.৫২ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করেছে। উল্লিখিত সময়ে মাঠ পর্যায়ে মোট ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা ৭৯.০৬ লক্ষ জন। এর মধ্যে মহিলা ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা ৯২ শতাংশেরও বেশী।

আগে পিকেএসএফ কেবল পল্লী ক্ষুদ্রঋণ খাতে সহযোগী সংস্থাসমূহকে ঋণ সহায়তা প্রদান করতো। পরবর্তীতে পিকেএসএফ তার মূলস্রোত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আওতায় আট ধরনের ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা শুরু করে, যথা (ক) পল্লী ক্ষুদ্রঋণ; (খ) নগর ক্ষুদ্রঋণ; (গ) অতি দরিদ্রদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ; এবং (ঘ) ক্ষুদ্র উদ্যোগ (Microenterprise) ঋণ (ঙ) মৌসুমী ঋণ ও (চ) দেশের দক্ষিনাঞ্চলে SIDR এর আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর গৃহনির্মান ও পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে গৃহনির্মান ঋণ এবং দুর্যোগকালীন সময়ে অতি দরিদ্রদের জন্য আপদকালীন ঋণ। ডিসেম্বর ২০০৭ পর্যন্ত মূলস্রোত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আওতায় সহযোগী সংস্থাসমূহের অনুকূলে ৩৫৭৩.৪৩ কোটি টাকা (ক্রমপুঞ্জিত) বিতরণ করা হয়েছে। মূলস্রোত ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির বাইরে ফাউন্ডেশন দরিদ্রতমদের জন্য বেশ কয়েকটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

পিকেএসএফ এর ক্ষুদ্রঋণ পরিস্থিতি সারণি ১৩.১১ তে উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ১৩.১১: পিকেএসএফ এর ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ পরিস্থিতি

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	ক্রমপুঞ্জিত(জুন ২০০২ পর্যন্ত)	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮ (ডিসেঃ০৭ পর্যন্ত)	ক্রমপুঞ্জিত (ডিসেঃ০৭ পর্যন্ত)
বিতরণ	১২০২.৮৬	৩০৪.১০	৩৪০.৫৬	৩৬৬.০০	৬৯২.৬১	১৩৫০.৭০	৬৭৬.৫৪	৪৯৩৩.৩৭
আদায়	৩৯৮.৭২	১৬০.৩৯	২৪৩.০০	৩৪২.১৩	৪৩৭.৫৭	৬৩৮.৯৪	৪২৬.৭২	২৬৪৭.৪৭
আদায়ের হার (%)		৯৮.১৭	৯৭.৪০	৯৬.৯৬	৯৬.৭১	৯৬.৮৯	৯৬.৮৭	৯৬.৮৭
সহযোগী সংস্থা	২০৫	২১৩	২১৯	২৩১	২৪৩	২৪৮	২৫৪	২৫৪
সুবিধাভোগী	৩৮৫৭৩৫৭	৪৪৮৫৮৩২	৫১০৪৯৪০	৫৫২২৪০৬	৬২০৭৯৭১	৭৭২৩৪৫১	৭৯০৫৬৯১	৭৯০৫৬৯১
মহিলা	৩৩৮৯৫৬৬	৩৯৯৯৩৩২	৪৬২১০৬০	৫০৩৩১২৯	৬২০৭৯৭১	৭০৬৭৮৭৭	৭২৫২৭৭৬	৭২৫২৭৭৬
পুরুষ	৪৬৭৭৯১	৪৮৬৫০০	৪৮৩৬৮০	৪৮৯২৭৭	৫৭০২৯১	৬৫৫৫৭৪	৬৫২৯১৫	৬৫২৯১৫

উৎসঃ পিকেএসএফ

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)

বিআরডিবি কৃষি উৎপাদন ত্বরান্বিতকরণ এবং দারিদ্র নিরসনে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বোর্ড দ্বি-স্তর সমবায়ের মাধ্যমে পল্লীর ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের সংগঠিত করে ঋণ এবং উৎপাদন সহায়ক অন্যান্য উপকরণ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে কৃষি প্রবৃদ্ধি অর্জনে কাজ করছে। পাশাপাশি বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচির আওতায় আনুষ্ঠানিক সমবায় ও অনানুষ্ঠানিক দলের মাধ্যমে দরিদ্র পুরুষ ও মহিলাদের সংগঠিত করে ক্ষুদ্রঋণ, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য উৎপাদন বান্ধব উপকরণ ও সেবা প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র নিরসনে কাজ করছে। ডিসেম্বর ২০০৭ পর্যন্ত ১৭১০৬৭ টি সমিতি/দল গঠন করে ৫৩.৩৭ লক্ষ উপকারভোগীর মধ্যে ৬৪৩৩.৯৩ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে এবং ৫৬৪৬.১৭ কোটি টাকা আদায় করেছে । ঋণ আদায়ের হার শতকরা ৯৪ ভাগ। বিআরডিবির চলমান দারিদ্র নিরসনমূলক কর্মসূচিসমূহ হলো: (১) ১৫২টি উপজেলায় পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প, (২) ২০৪ উপজেলায় অপ্রধান শস্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি, (৩) ৪৭৬টি উপজেলার ৪৭৭টি ইউনিয়নে পল্লী প্রগতি প্রকল্প, (৪) ৪৪৬ উপজেলায় বাস্তবায়নাধীন সমন্বিত দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি এবং (৫) ১০০টি উপজেলায় বাস্তবায়নাধীন মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি।

তফসিলী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম

সারণি ১৩.১২ তে ৪টি বানিজ্যিক ব্যাংকের ও দুটো বিশেষায়িত ব্যাংকের প্রদত্ত ঋণ দেখানো হয়েছে। ডিসেম্বর ২০০৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণের পরিমাণ ১২৪৮৫.৩৫ কোটি টাকা এবং আদায়ের পরিমাণ ১২৫১১.৩৭ কোটি টাকা। আদায়ের হার ৯৯.৭৯ শতাংশ ।

সারণি ১৩.১২ ঃ তফসিলী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ পরিস্থিতি

(কোটি টাকায়)

ব্যাংক	ক্রমপুঞ্জিত ১৯৯৯-০০পর্যন্ত	২০০০-০১	২০০১-০২	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮(ডিসেঃ ০৭)	ডিসে ঃ ০৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত
সোনালী ব্যাংক লিমিটেড										
বিতরণ	৩৫৩১.৭৮	৩৩০.৪৩	৩০৭.৫৭	৩৬১.৫৭	৪৬০.১৮	৪৮৫.৯০	৪৫৬.৬২	৩৪৫.৪৩	২২৩.৫১	৬১৬৩.৯৭
আদায়	৩১৩২.৪১	৩৪৫.৫	৪৩৪.৩৬	৪৩৪.৭	৫৪৭.৭৯	৪৭৩.৭৭	৪৬৩.৮৩	৬০৮.৬৮	৪৩৩.৮৬	৬৯৩৭.৪১
আদায়ের হার (%)	৮৮.৬৯	১০৪.৫৬	১৪১.২২	১২০.২৩	১১৯.০৪	৯৭.৫০	১০১.৫৮	১৭৬.২১	১৯৪.১১	১১২.৫৫
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	০	০	০	০		২১০১৩২	১৩৯০৩০	৯৬২০৩	১৭৩৮১০	৫০৭৭৫৮৬
অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড										
বিতরণ	১০৬১.৭৫	৯১.৩৪	১০২.৩৯	৪৫.৮৯	৪৪.০৮	১০০.৩৪	১৮২.০৭	২১০.৬০	১৩৪.২২	১৯৭২.৬৮
আদায়	৯৯৯.২	১১৩.৭৪	১১২.৭৭	৪৩.৭২	৫১.৬৫	৯৭.৪৭	২১২.০৯	২৬৮.৩৯	১১০.১৩	২০০৯.১৬
আদায়ের হার (%)	৯৪.১১	১২৪.৫২	১১০.১৪	৯৫.২৭	১১৭.১৭	৯৭.১৪	১১৬.৪৯	১২৭.৪৪	৮২.০৫	১০১.৮৫
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	২৭৮৭৪২৪	৭৫৪৮৫	৭৬৬১৬	২২১৬০	২৩০৯৯	৪২৪৩৫	১০৪৩৮৭	১০৯৭৫৬	৫০৯১৭	৩২৯২২৭৯
জনতা ব্যাংক লিমিটেড										
বিতরণ	১৩৭০.১৩	১৩১.৯৩	১১৩.২৯	১২৬.১	২২৭.৪৭	১৯৩.৭৫	১৯৩.৭৫	২৯০.১৬	১৭৮.৪২	২৮২৩.০৭
আদায়	১১৯৪.৮	১২৭.৩১	১১৯.৫৩	১২০.৯	১৬৩.৫২	১০৬.৫৪	১০৬.৫৪	২৪৯.৮১	১৩৫.০১	২৩২৪.৪১
আদায়ের হার	৮৭.২০	৯৬.৫০	১০৫.৫১	৯৫.৮৭	৭২.০০	৫৫.০০	৫৫	৮৬	৭৫	৮২
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	৪৩০৫৯১	৮৯৫০০	৮৮৪০০	৯৭০০০	১২৯৯০৮	১০১২২০	১০১২২০	১৪৫০৮০	৪৪৬০৫	১২২৬৩৭৭
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক লিমিটেড										
বিতরণ	৬০৯.৩৬	১২০.৩৬	৯০.৯২	৯৩.৫৮	৬৮.১৬	৫৮.৮৬	৫৭.০২	৫৪.৫১	৩০.৭৫	১১৮৩.৫২
আদায়	৪৬৪	১১৮.১৮	১০১.৪৪	৯৮.০০	৪৬.৬০	৩৭.২৭	৪৩.২৪	৫১.৮৪	৩৩.৬৭	৯৯৪.২৪
আদায়ের হার (%)	৭৬.১৫	৯৮.১৯	১১১.৫৭	১০৪.৭২	৬৮.৩৭	৬৩.৩২	৭৫.৮৩	৯৫	১০৯	৮৪
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	১১৮৬৪৭৩	১২০৮৮২	৮৭২৭৪	৮০২৮৯	৬০৯৮৭	৫৯১১৭	৫০০৮৩	৫২০২৮	৪৪৫৮৮	১৭৪১৭২১
রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক লিমিটেড										
বিতরণ	১০৬.৯৭	২১.৮১	১৮.০০	১৩.৬৪	১৭.৯৭	৩০.৭৩	২৯.২৩	১৪.৯৯	৭.৬৮	২৬১.০২
আদায়	৭৪.৪২	১৭.০৬	১৭.৮৪	১৩.৪৭	১২.৪৭	১৪.৫৩	২১.২৫	১৩.২২	৫.৫৮	১৮৯.৮৪
আদায়ের হার (%)	৬৯.৫৭	৭৮.২২	৯৯.১১	৯৮.৭৫	৬৯.৩৯	৪৭	৭৩	৮৮	৭৩	৭৩
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	১১৬৬০৭	২২৯৫০	২৫২৮৭	১১২৩৪	১৮৫৯৭	৪৭৮৩৪	৩০০৩৩	১৬৬৩৪	৬৩৭৯	২৯৫৫৫৫
রূপালী ব্যাংক লিমিটেড										
বিতরণ	১৯.৪৩	১.০৫	১.০৬	২.২৪	৫.১৭	১৫.২৮	১৬.০৯	১১.০২	৯.৭৫	৮১.০৯
আদায়	১৭.৯৮	১.১	১.০৯	০.৮২	২.০৫	৫.২৭	১০.১৫	১১.৯৫	৫.৯০	৫৬.৩১
আদায়ের হার (%)	৯২.৫৪	১০৪.৭৬	১০২.৮৩	৩৬.৬১	৩৯.৬৫	৩৪.৪৮	৬৩.০৮	১০৮.৪৪	৬০.৫১	৬৯.৪৪
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	২৬৪৯৭	১১৮৯	১৬৭৬	২১৮৮	২৪২৭	৫৪০২	৫৪৩১	২৮০৪	২৪৬৬	৫০০৮০
মোট										
বিতরণ	৬৬৯৯.৪২	৬৯৬.৯২	৬৩৩.২৩	৬৪৩.০২	৮২৩.০৩	৮৮৪.৮৬	৯৩৪.৭৮	৯২৬.৭১	৫৮৪.৩৩	১২৪৮৫.৩৫
আদায়	৫৮৮২.৮১	৭২২.৮৯	৭৮৭.০৩	৭১১.৬১	৮২৪.০৮	৭৩৪.৮৫	৮৫৭.১	১২০৩.৮৯	৭২৪.১৫	১২৫১১.৩৭
আদায়ের হার (%)	৮৭.৮১	১০৩.৭৩	১২৪.২৯	১১০.৬৭	১০০.১৩	৮৩.০৫	৯১.৬৯	৭৬.৯৮	৮০.৬৯	৯৯.৭৯
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	৪৪৩০৯৮৫	২৮৭০৫৬	২৫৩৯৬৬	২০১৬৩৭	২১৬৪২১	৪১৮৩০৬	৪৩০১৮৪	৪২২৫০৫	৩২২৭৬৫	১১৬৮৩৫৯৮

উৎস: সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহ

অন্যান্য বাণিজ্যিক এবং বিশেষায়িত ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি

তফসিলী ব্যাংকসমূহের পাশাপাশি অন্যান্য বাণিজ্যিক এবং বেসরকারি ব্যাংকসমূহ দারিদ্র বিমোচন ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। অন্যান্য বাণিজ্যিক এবং বেসরকারি ব্যাংকসমূহের ডিসেম্বর ২০০৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণের পরিমাণ ৩০১৩০২.৬ কোটি টাকা এবং মোট সুবিধাভোগীর সংখ্যা ১৫৭৯২১৬ জন। নিম্নের সারণি ১৩.১৩ তে অন্যান্য বাণিজ্যিক এবং বিশেষায়িত ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ কর্মসূচির বিবরণ উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ১৩.১৩: অন্যান্য বাণিজ্যিক এবং বিশেষায়িত ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

ব্যাংক	সুবিধাভোগীর সংখ্যা			বিতরণ (ডিসেম্বর '০৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত)	আদায়ের হার (%)
	মহিলা	পুরুষ	মোট		
আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক	৪৫৫৪৭৩	১৬৩০৩৩	৬১৮৫০৬	৭১৯.২১ (ফেব্রু/০৮)	৯৬.৫৮
সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড	২৫১৫৫	৬৬৮৭	৩১৮৪২	৭০.৪২	৯৮
ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড	১১৪০	৪৫২১১	৪৬৩৫১	৬০.০০	৯৭.০০
ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	৪৫৯৮৮৫	৫৬৮৪০	৫১৬৭২৫	১৩৯৬.৯০	৯৯
দি ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড	১৮	১২১৩০	১২১৪৮	২১৯.৪০	৮৮.৫
বেসিক ব্যাংক লিমিটেড	২৫৩৮৭০	৪৫০৪৭	২৯৮৯১৭	২৯৮৯১৭	১০০
উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড	৪১১০৪	৫১১৩	৪৬২১৭	৬২৬.৩২	৭৩.৫৮
পূবালী ব্যাংক লিমিটেড	৮২৬৯	০০০০	৮৫১০	১২.৫৬	১০০
মোট	১২৪৪৯১৪	৩৩৪০৬১	১৫৭৯২১৬	৩০১৩০২.৬	

উৎসঃ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহ ।

মন্ত্রণালয়/বিভাগের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি

সরকার বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করেছে। ডিসেম্বর ২০০৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণের পরিমাণ ৯৭৬৩.৯৫ কোটি টাকা ও আদায়ের পরিমাণ ৮৩০৬.৫১ কোটি টাকা (সারণী ১৩.১৪)। দারিদ্র বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি টেকসই করার লক্ষ্যে সরকার ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টির প্রতিও অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করছে। এ লক্ষ্যে অর্থ বিভাগসহ অন্যান্য মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। অর্থ বিভাগ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে অগ্রণী ব্যাংকের মাধ্যমে স্মল এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে।

সারণি ১৩.১৪ঃ মন্ত্রণালয়/বিভাগের ক্ষুদ্রঋণ পরিস্থিতি (কোটি টাকায়))

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	সংস্থা	ক্রমপুঞ্জিত জুন ২০০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮ (ডিসে,০৭)	ক্রমপুঞ্জিত (ডিসে,০৭)
অর্থবিভাগ	ব্যাংকিং অনুবিভাগ							
	বিতরণ	১২৪.৩৮	২৩.২৩	৯.৯৪	৯.০৭	১৩.১৬	১০.১৯	১৮৯.৯৭
	আদায়	৯৬.১৩	২৫.৫৬	৪.৬৭	৬..৪৫	৯.৮১	৫.৬২	১৪১.৭৯
	হার (%)		১২৪.৮৯	৪৬.৭৯	৯৫	৯৪	৯৬	৭৪.৬৪
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	বিআরডিবি							
	বিতরণ	৩৩৭২.২১	৪১৯.৪৪	৬৫৪.৮৬	৬৮৩.৭৭	৮৬২.৭৩	৪৪০.৯২	৬৪৩৩.৯৩
	আদায়	২৮৯৫.২৪	৩৮০.৩৫	৪৭৪.১৮	৭২০.০৪	৮৮৭.০৭	২৮৯.২৯	৫৬৪৬.১৭
	হার (%)		৯১	৮৯	৯৪	৯৩	৭০	
	বিএআরডি							
	বিতরণ	৭৭.৭৫	৭.০৭	৩.১১	১.৪৫	০.১৫৩	০.১১৮	৮৯.৩৭
	আদায়	৭৩.৩৬	৯.০০	৫.২৫	১.৭৭	০.১৩৭	০.১৫৫	৮৯.৫১
	হার (%)		১২৭.৩	১৬৮.০১	১২২.৩	৮৯.৫৪	১৩১.৩৫	১০০.১
	আরডিএ							
	বিতরণ	৮.২৬	১.৪৩	১.৯৪	১.৯৯	২.২৬	১.৪৫	১৮.৭১
	আদায়	৭.৮৬	১.২২	১.৩৯	১.৯৮	২.১৬	১.১৭	১৬.৮১
	হার (%)		৮৫.৩১	৭১.৬২	৯৯.৫৮	৯৫	৮১	
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	মহিলা বিষয়ক							
	বিতরণ	২০৮	১১.১৩	২৩.৯৯	২৭.৬৫	২৪.১৮	০.৩৩	২৯৫.২৮
	আদায়	১৩২.৩৫	১০.৩৪	১৩.৩০	২৫.০৮	৩০.২৫	০	২১১.৩২
	হার (%)		৯২.৯৩	৫৫.৪৩	৯০.৭১	৯৮	০	৭১.৫৭
	জাতীয় মহিলা সংস্থা							
	বিতরণ	২০.৪৭	০.৬৬	৫.২৬	৩.৫৮	২.৯৫	১.৪৫	৩৪.৩৭
	আদায়	২০.২৩	১.০৪	৪.২২	৩.৩৩	১.৭৩	০.৮৫	৩১.৩৯
	হার (%)		১৫৭.৫৮	৮০.২৬	৯৩	৫৮.৬৪	৫৭.৯৭	৯১
সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সমাজ সেবা							
	বিতরণ	৫১৭.৫৬	৫৪.৮৮	৪৪.৫৯	৭২.৪৯	৪১.০২	৩৩.৫৯	৭১৮.৫৭
	আদায়	৪৭২.৫৬	৪৯.৬০	৪০.৩০	৬৩.৯৪	৩২.৩৩	২৬.৬১	৬১৬.৫৬
	হার (%)		৯০	৯০	৮৮	৭৯	৮০	৮৬
মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়	মৎস্য অধিদপ্তর							
	বিতরণ	২৫.০৭	১৭.৪৫	১৯.০৫	৪৮৪.৮৫	০০.০০	০-	৬১.০৯
	আদায়	২২.৭২	১৫.৬৭	১৬.৮৪	১৮৬.০০	১২৩.৩৯	০-	৫৩.৬৩
	হার (%)		৮৯.৭৭	৮৮.৪০	১০০%	৭৭.৫০	০-	৮৭.৭৮
	পশু সম্পদ অধিদপ্তর							
	বিতরণ	২১.০৩	৩২.৯৫	৩১.৬১	১৩.৩৭	৪.০৪	-০	১০৩.০০
	আদায়	১৪.০৫	৮.৩৩	৯.৬৪	১০.১৬	১৪.৯৭	১.৮০	৫৮.৯৫
	হার (%)		২৫.৩০	৩০.৫১	৮১.৯৬	৩৭০.৫৪	০-	৫৭.২৩
শিল্প মন্ত্রণালয়	বিসিক							
	বিতরণ	১৫৭.৬৭	২৯.২২	২৫.৯৪	২২.০৭	১৩.৭১	৪.৬৯	২৪৪.২৫
	আদায়	১২৬.৭৫	২৭.৪৬	২৩.২৬	২২.৭১	১৯.৬৭	৮.৭১	২১৯.৯৬
	হার (%)		৮৯	৮৯	৮৫	৭২	৭৬	৮৫
	সিরোটসি ট্রাস্ট							
	বিতরণ	১৪	৭.৬৪	৯.৭৫	৯.৪১	৯.২৬.	৪.০৭.	৫৪.৯১
	আদায়	১২.০৯	৪.১১	৬.৩৬	৮.৩৩	৮.৩০.	৩..৪৭.	৪১.৬৩
	হার (%)		৫৩.৮০	৬৪.৯৬	৮৭.২২	৯০	৮৫	৭৬
কৃষি মন্ত্রণালয়	তুলা উন্নয়ন বোর্ড							
	বিতরণ জানু:০৮	৩.৩	০.২৬	০.২৫	০.২১	০.২৯	০.৩৪	৪.৬৬
	আদায়	৩.৩৯	০.২৮	০.২৫	০.১২	০.৩০৬১	০-	৪.৫৪
	হার (%)		১০৫.৭	১০১.৬৩	১০১.৬	১০৪	০-	৯৭
	কৃষি সম্প্রঃ অধিঃ							
	বিতরণ জানু:০৮	১৫৯.০৭	১৪৭.৪৬	৬৯.৭৭	২৭.৮২	৩৫.৩৮	২৪.৫	৪৬৪
	আদায়	১১৬.৪৬	৯৯.৫৩	৫২.২৫	২০.৩৮	৩৮.০০	২৩.৮৯	৩৪৬.৫১
	হার (%)		৬৭.৫৩	৭৫	৭৩	৯৬	৯৭.৫	৭৪.৬৭
ভূমি মন্ত্রণালয়	বিতরণ	৬৮.৪৩	০.০০	৮.৭০	১০.১৪	৫.৫০	৬.৯৮	৯৯.৭৫
	আদায়	৫৫.৪৩	০.০০	৭.২২	৬.৩৭	৩.৮২	৪.৯৭	৭৭.৮১
	হার (%)		০.০০	৮৩	৬২.৮২	৬৯.২৮	৭১.২	৭৮.০১
স্থানীয় সরকার বিভাগ	স্থানীয় সরকার বিভাগ							
	বিতরণ	৫৪.৮৫	১.৩৩	৩.৩৭	৬.০০	১৬.৩২	১৯.৪৪	১০১.৩১
	আদায়	২২.৭২	১.০৩	২.৬৬	৩.৩১	৯.২৮	৯.৬৭	৪৮.৬৭
	হার (%)		৭৭.৪৪	৯৬.০০	৮৮.৮৯	৯৮	৯৬.৫	৮৪
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর							
	বিতরণ	৫১১.৬৩	৩৪.৬৫	৬২.৮৭	৭৭.৭৭	৬০.০২	৩১.৮৫	৭৭৮.৭৯
	আদায়	৪২৭.৯৭	৩৩.২৭	৪৪.৯৮	৫৭.৩৭	৭৪.৪৬	৩২.২৭	৬৭০.৩২
	হার (%)		৯৬.০১	৭১.৫৪	৭৩.৭৭	১২৪.০৬	১০৪.৬০	৮৬.০৭
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	তাঁত বোর্ড							
	বিতরণ	২১.৫৮	৮.০৭	৯.১৬	৪.৬৮	৩.৩১	০.৪৯	৪৭.২৯
	আদায়	৭.০১	৩.৬২	৩.১২	৩.৬০	৪.০৮	১.৫৫	২২.৯৮
	হার (%)		৪৪.৮৬	৩৪.০৬	৫৫.১১	৫৭.৯৫	৪০.০৫	৫১
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	বিতরণ	০	০	১০.১৬	৩.৮৬	৮.৬	২.০৮	২৪.৭
	আদায়	০	০	০.৪১	১.৯৭	২.৮২	২.৭৬	৭.৯৬
	হার (%)	০	০	২৭	৩৮	৪২	৪২	৩২.২৩
মোট	বিতরণ	৫৩৬৫.২৬	৭৯৬.৮৭	৯৯৪.৩২	১৪৬০.১৮	১১০২.৮৮	৫৮২.৪৮৮	৯৭৬৩.৯৫
	আদায়	৪৫০৬.৩২	৬৭০.৪১	৭১০.৩	১১৪২.৯১	১২৬২.৫৮	৪১২.৭৮৫	৮৩০৬.৫১

উৎসঃ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ।